জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৫৯ ● ৪ নভেম্বর, ২০২৫ ● ১৭ কার্তিক ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 159 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 4 NOVEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

কলকাতা বইমেলা

৪৯ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শুরু ২২ জানুয়ারি। চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। 'থিম কান্ট্রি' আর্জেন্টিনা। ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ছবি প্রদর্শনী এবারের আকর্ষণ

নিম্নমুখী পারদ

নিম্নমুখী তাপমাত্রার পারদ। অনুভূত হবে হালকা শীতের আমেজ। উত্তরবঙ্গের সব জেলায় তাপমাত্রা দু-তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে। ভোরে ও সন্ধ্যায় হালকা শিরশিরানি

মধ্যমগ্রামে ট্রলিব্যাগ-কাণ্ডে মা-মেয়ের যাবজ্জীবন সাজা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য পদে চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য

গানে গানে আহ্বান নেত্রীর ■ আসুন সকলে, ডাক অভিষেকের

রাজপথে আজ মহামিছিল

কালীঘাটে সাংবাদিক সম্মেলনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডানদিকে সোমবার সন্ধ্যায় জোড়াসাঁকোয় সভাস্থল পরিদর্শনে সিপি।

প্রতিবেদন : এসআইআর বিরোধী মিছিলে আসুন। ডাক দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কালীঘাটে নিজের অফিসের সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির দোসর নির্বাচন কমিশনের তুঘলকি কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। সেইসঙ্গে স্পষ্ট করে দেন এসআইআর বিরোধী আন্দোলন চলবে। আরও বড় আকার নেবে এই আন্দোলন।

বাংলায় আজ এসআইআর শুরুর দিনেই তার বিরোধিতায় পথে নামছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। হবে মিছিল। বি আর আম্বেদকর মূর্তির সামনে জমায়েত হয়ে মিছিল যাবে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত।

কলকাতা ও আশপাশের জেলা থেকে নেতা-কর্মীরা আসবেন মিছিলে। দূরের জেলাগুলিকে আসতে মানা করা হয়েছে বলে জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনও তথ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বলেন, এসআইআর ঘোষণার পর রাজ্যে ইতিমধ্যেই ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এসআইআর শুরু হলে এরপর বাংলা জুড়ে মৃত্যুমিছিল দেখা যাবে। তৃণমূলে প্রত্যাবর্তনের পরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন কলকাতার প্রাক্তন (এরপর ১০ পাতায়)

জোট বাঁধো, বাঁধ ভাঙো
কথা-সুরে বার্তা নেত্রীর

প্রতিবেদন : আজ, মঙ্গলবার এসআইআর-এর নামে বৈধ নাম-বাতিলের চক্রান্তের বিরোধিতায় রাজপথে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে গানের মাধ্যমে বিজেপি-কমিশনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মানুষের ভোটাধিকার বাতিলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে 'জোট বাঁধো, বাঁধ ভাঙো' গানের মধ্যে দিয়ে সংগ্রামী আহ্বান জানালেন তৃণমূলনেত্রী। সোমবার সমাজমাধ্যমে সেই সংগ্রামী গানের ভিডিও পোস্ট করে দলনেত্রী লিখেছেন, কালকের মিছিলের আগে আমাদের বক্তব্যের প্রতিফলন হিসেবে দয়া করে আমার লেখা ও সুর করা এই গান শুনুন। এসআইআর নিয়ে মহামিছিলের আগে 'দেখো মানুষের কত শক্তি' গানের কথায় বিজেপিকে (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ঋণী

আজীবন ঋণী
কৃতজ্ঞতায় ঋণী
শ্রদ্ধার সঞ্জীবনী
ঋণী ধরণী।।

নির্জন বাতায়নে
সুরভিত সমীরণে
চিনির বিতরণে
কে আছে আজীবনে।।

আজীবন ঋণী
জন্মদাত্রীকে জানি
আজীবন ঋণী
ঋণী ধরণী।।

আজীবন ঋণী
চেনা সরণী
আজীবন ঋণী
গণদেবতাকে চিনি।।

তৃণমূলে শোভন-বৈশাখী

দলে স্বাগত শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সোমবার তৃণমূল ভবনে তাঁদের উত্তরীয় পরিয়ে দিলেন সুব্রত বক্সি ও অরূপ বিশ্বাস।

প্রতিবেদন : ঘরে ফিরলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে তৃণমূলে যোগ দিলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সোমবার তৃণমূল ভবনে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস দু'জনকে স্বাগত জানান। দলে ফিরে আপ্লুত শোভন বললেন, মমতাদির আশীর্বাদে ঘরে ফেরা। নিজের সংসারে ঘরের ছেলে হয়ে ফেরা। আমার ধমনী-শিরায় তৃণমূল কংগ্রেস। এই অনুভূতি আজ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। দলকে শক্তিশালী করতে পথে নামবেন বলেই জানিয়েছেন তিনি। দলে প্রত্যাবর্তনের পর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের অফিসে গিয়ে দু'জনে দেখা করেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক (এরপর ১০ পাতায়)

২ শিল্পসংস্থাকে জমি রাজ্যের

প্রতিবেদন : বাংলায় শিল্পের প্রসারে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ঝাড়গ্রাম জেলায় পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের হাতে থাকা প্রায় ১৪৯.৬৪ একর জমি লিজ হোল্ড থেকে ফ্রি-হোল্ডে রূপান্তরের প্রস্তাবে সিলমোহর পড়েছে।

ফ্রি-হোল্ড হওয়া জমি মূলত রাজ্য শিল্প পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগমের অধীনে থাকা সুখনিবাস ও খাগড়াসোল মৌজায় অবস্থিত। শিল্প সংস্থাগুলিকে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল। এদিন এই গুরুত্বপূর্ণ (এরপর ১০ পাতায়)

এসআইআর-আতঙ্ক কাড়ল আরও ২, চারদিনে ৫টি প্রাণ

মৃত শেখ সিরাজউদ্দিন ও হাসিনা বেগম। ডানদিকে ডানকুনিতে হাসিনার বাড়িতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবেদন : এসআইআর আতঙ্কে একের পর এক মৃত্যু রাজ্যে! বিজেপি-কমিশনের যৌথ চক্রান্তে দেশছাড়া করার ভয়ে-আতঙ্কে কেউ আত্মহত্যা করছেন, কেউ প্রবল চিন্তায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারাচ্ছেন।

বীরভূম, পূর্ব বর্ধমানের পর এবার ডানকুনিতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হল বছরে ষাটেকের বৃদ্ধার। মৃতার নাম হাসিনা বেগম। ডানকুনি পুরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা হলেও বয়সজনিত কারণে মেয়ের সঙ্গে থাকতেন ২০ নং ওয়ার্ডের নজরুলপল্লি এলাকার ভাড়াবাড়িতে। এদিন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মৃতার বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলের স্থানীয় নেতৃত্ব। কথা বলেন পরিবারের সঙ্গে। দেন পাশে থাকার আশ্বাস। (এরপর ১০ পাতায়)

২
৪ নভেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

4 November, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯২৫ ঋত্বিক ঘটক

(১৯২৫-১৯৭৬) জন্মদিন, আজ। চলচ্চিত্রের আকাশে যে ক'টি বাঙালিনক্ষত্র তার নিজস্ব দ্যুতি নিয়ে যথেষ্ট উজ্জ্বল, তাদেরই অন্যতম ঋত্বিক। যাঁর পরিচালিত প্রতিটি চলচ্চিত্র— 'নাগরিক' থেকে 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'— বাংলা সিনেমার এক-একটি মাইলফলক, তিনি ঋত্বিক। পদ্মার ধারে রূপকথার দেশের স্বপ্ন দেখে যে জীবনের শুরু, তার পর যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গা-দেশভাগ পার করে দুই বাংলার ক্ষতবিক্ষত রাজপথে হেঁটেছিলেন যিনি, তিনিও ঋত্বিক। শেষপর্যন্ত 'একসঙ্গে লক্ষ মানুষের কাছে নিজের কথা এখুনি বলতে চলচ্চিত্রই একমাত্র মাধ্যম' বলে মনে করতেন যিনি, বাংলা সিনেমার তিনিই 'ঋত্বিক'। এখনকার বাংলাদেশের ঢাকার জিন্দাবাজারে জন্মেছিলেন। বাবা সুরেশচন্দ্র ঘটক, মা ইন্দুবালাদেবী। ৯ ভাইবোনের মধ্যে ভবা (ঋত্বিকের ডাক নাম) ও ভবি (প্রতীতি) ছিলেন শেষ যমজ সন্তান। গত বছর জানুয়ারি মাসের কথা। গেরুয়া শিবির জানায়, নাগরিকত্ব আইনের প্রচারে তারা ঋত্বিক ঘটকের ছবির অংশ ব্যবহার করবে। তারা প্রমাণ করতে চেয়েছিল ঋত্বিক ছিলেন 'হিন্দু উদ্বাস্তুদরদি'। তারা ভুলে গিয়েছিল, কোনও একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল চাইলেই ঋত্বিক ঘটক তাদের হয়ে যান না। উলটে আজকের ভারতে যখন দলিত-মুসলমান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব প্রশ্নের মুখে, ঋত্বিক তখন আরও প্রাসঙ্গিক তথা ক্রান্তদর্শী হয়ে ওঠেন। হয়ে ওঠেন প্রতিবাদের অন্যতম মুখ। যুগসচেতন চলচ্চিত্রকার, গল্পকার, নাট্যকার, অভিনেতা ঋত্বিক ঘটক সারা জীবন ধরে আসলে ভেবেছেন মানুষের কথা। মানুষের হয়েই কথা বলে তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি, আজও।

১৯২৯ শকুন্তলা দেবী

(১৯২৯-২০১৩) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিস্ময়প্রতিভা আজও অথৈ জলের মতোই রহস্যময়। প্রথাগত শিক্ষালাভের সুযোগ কোনওদিন হয়নি। কিন্তু ছোট থেকেই আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারিণী তিনি। পলকের মধ্যে মুখে-মুখে কষতেন জটিল হিসেব। গণিতের সীমাহীন সংখ্যা যেন হার মানত তাঁর অপ্রতিরোধ্য স্মরণশক্তির কাছে। ১৯৭৭ সালে সাদার্ন মেথডিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি হারিয়ে দিয়েছিলেন কম্পিউটারকে। ১৯৮০ সালে তাঁকে লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজে জিজ্ঞাসা করা হল, ৭৬৮৬৩৬৯৭৭৪৮৭০ এবং ২৪৬৫০৯৯৭৪৫৭৭৯-র গুণফল কত? ২৮ সেকেন্ডের মধ্যে এল সঠিক উত্তর ১৮৯৪৭৬৬৮১৭৭৯৯৫৪২৬৪৬২৭৭৩৭৩০। ১৯৮৮ সালে তাঁর আমেরিকা সফর স্মরণীয়। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক আর্থার জেনসেনের মুখোমুখি হলেন শকুন্তলা দেবী। তাঁকে দু'টি প্রশ্ন করেন জেনসেন। জানতে চান ৬১,৬২৯,৮৭৫-এর কিউব রুট বা ঘনমূল এবং ১৭০,৮৫৯,৩৭৫-এর সেভেন্থ রুট বা সপ্তম মূল কত? কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সঠিক উত্তর দিলেন শকুন্তলা। হেলায় বিশ্বজয়ের পরে গণিতকন্যার কীর্তি জায়গা পায় গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে। তাঁর নতুন নাম হয় 'হিউম্যান কম্পিউটার'।

১৯৭০ পণ্ডিত শম্ভু মহারাজ

(১৯৫২-১৯৭০) মৃত্যুদিন। কথক নৃত্যের কিংবদন্তি নৃত্যগুরু। লখনউ ঘরানার নৃত্যশিল্পী। সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির ফেলোশিপ ছাড়াও পেয়েছেন পদ্মশ্রী। গলার ক্যানসারে ভুগছিলেন। তিনমাস ধরে নয়াদিল্লির এইমস-এ চিকিৎসা চলছিল। এদিন সব শেষ। পাড়ি দিলেন গান্ধর্বলোকে।

১৯৪৬ ইউনেস্কোর প্রতিষ্ঠাদিবস।

UNESCO

বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা এবং ধর্ম নির্বিশেষে ন্যায়বিচার, আইন, মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধা নিশ্চিত করার জন্য সংস্কৃতি, যোগাযোগ, শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তির প্রচার করা ইউনেস্কোর মূল উদ্দেশ্য।

২০২১ সুব্রত মুখোপাধ্যায়

(১৯৪৬ - ২০২১) এদিন প্রয়াত হন। পরিষদীয় রাজনীতিতে পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছিলেন তরুণ বয়সেই। আবার রাজনৈতিক জীবনের সায়াহ্নে দক্ষ হাতে পরিচালনা করেছেন কলকাতা পুরসভার মেয়রের পদ। সেই সাফল্য অব্যাহত ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যাবিনেটেও। একদা কবি জয় গোস্বামী লিখেছিলেন, সুব্রত মুখোপাধ্যায় এই মহানগরীর ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের যত খোঁজখবর রাখতেন, ভূগর্ভস্থ কলকাতার হালহকিকত সম্পর্কে ততটাই ওয়াকিবহাল ছিলেন। আর গত বছরেও সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করুণ আর্জি, "যেখানেই থাকুন, ফিরে আসুন সুব্রতদা!" বঙ্গ রাজনীতির সবচেয়ে বর্ণময় চরিত্রদের অন্যতম ছিলেন তিনি। ছয়ের দশকের শেষের দিকে যাঁদের হাত ধরে বাংলার ছাত্র রাজনীতি এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছিল, তাঁদেরই একজন ছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

কর্মসূচি

■ অসমের শ্রীভূমি জেলায় বন্ধ হয়ে যাওয়া উন্নয়নমূলক কাজ ও বিভিন্ন সমস্যার দ্রুত সমাধানের দাবিতে এদিন প্রতিবাদ মিছিল করে শ্রীভূমি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসককে এক স্মারকলিপি দিল অসম তৃণমূল কংগ্রেস। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব-সহ দলের কর্মী-সমর্থকরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৪৬

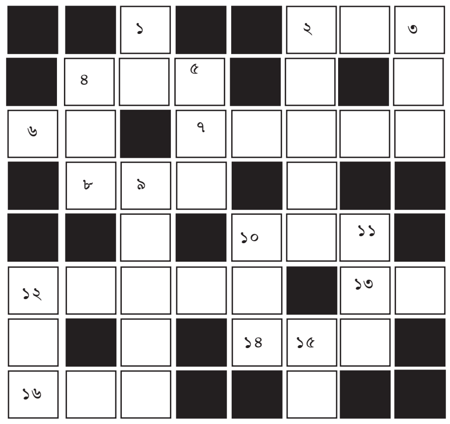

পাশাপাশি : ২. কালো আভাযুক্ত, কালচে ৪. লোহা ৬. বাঁধের কাটা জায়গা ৭. চন্দ্র ৮. আচ্ছাদন বস্ত্র, চাদর ১০. বেনামি ১২. সমুদ্র, জলধি ১৩. প্রধান ব্যক্তি ১৪. অনর্থক, মিছিমিছি ১৬. ঘাড়ধাক্কা।

উপর-নিচ : ১. সংকট, বিপদ ২. স্থিরসংকল্প ৩. নিযুক্ত, বহাল ৪. আইনসম্মত ৫. সোজা, ঋজু ৯. রাগ দেখানো ১০. অলংকার ১১. দুর্ভোগ, সংকট ১২. মধ্যবর্তী ১৫. শিবের নাম।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৪৫ : পাশাপাশি : ১.আহ্লাদেপনা ৪. খাড়াই ৫. বেনেবউ ৬. অনুভাব ৮. সাপেক্ষ ৯. জনাপবাদ। **উপর-নিচ:** ১. আইকিউ ২. দেউড়ি ৩. নাট্যোৎসব ৫. বেদাদিবীজ ৬. অবসাদ ৭. গোলাপ।

৩ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১৪০০
গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২০০০
হলমার্কগয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৫৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫১৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫১৭৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৭৬	৮৬.১৬
ইউরো	১০৩.৮৩	১০১.৭৪
পাউন্ড	১১৮.৩৩	১১৫.৮০

নজরকাড়া ইনস্টা

■ শচীন তেন্ডুলকর

■ স্মৃতি মান্ধানা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

৩
৪ নভেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

4 November, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

এসআইআর আতঙ্কে এবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন রিষড়া পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সাকির আলি

কোটির মাইলফলক ছুঁল বাংলার স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প

সোশ্যালে সাফল্য-বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : নয়া মাইলফলক স্পর্শ করল বাংলার স্বাস্থ্যসাথী। প্রকল্প প্রণয়নের নিরিখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত স্বাস্থ্যসাথী আবারও এক রেকর্ড গড়ল। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে হাসপাতালে ভর্তি ছুঁয়ে ফেলল এক কোটির ল্যান্ডমার্ক। সোশ্যাল মিডিয়ার সেই সাফল্যের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বাংলার সরকারের সকলের অন্তর্ভুক্তিতে স্বাস্থ্যবিমা নিশ্চয়তার প্রকল্প 'স্বাস্থ্যসাথী' গত ৩১ অক্টোবর ২০২৫-এ হাসপাতালে ভর্তিতে এক কোটির মাইল ফলক ছুঁয়েছে। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য তহবিল থেকেই ১৩,১৫৬ কোটি টাকার ক্যাশলেস স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা তুলে দেওয়া হয়েছে নাগরিকদের।

এদিন স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের বাস্তব সুবিধার কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের বাসিন্দা যেকোনও নাগরিক, যাঁরা অন্য কোনও রাজ্যের প্রকল্পের আওতায় নেই, তাঁরা 'স্বাস্থ্যসাথী'র সুবিধা পান। পশ্চিমবঙ্গের ৮.৫ কোটির বেশি নাগরিক এই প্রকল্পের আওতাধীন। সফলভাবে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এটি একটি বলিষ্ঠ তথ্যপ্রযুক্তির প্ল্যাটফর্ম এবং সহযোগী হাসপাতালগুলির সঙ্গে সময়মাফিক লেনদেনের মাধ্যমে উপভোক্তাদের দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্য

পরিষেবা প্রদান সম্ভব হয়। নাগরিকদের যেকোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাশে থাকে আমাদের সরকার।

হাওড়ায় সিনার্জি

১৯০০০ ইউনিটে লক্ষ কর্মসংস্থান

সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়ায় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের প্রায় ১৯ হাজার নতুন ইউনিট চালু হয়েছে এ বছর। এখানে ১ লক্ষ ৫ হাজার জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। সোমবার হাওড়ার শরৎসদনে আয়োজিত 'সিনার্জি'তে তুলে ধরা হয় হাওড়া জেলায় শিল্পের প্রসার ও কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান। জানানো হয়, এই মুহূর্তে হাওড়ায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার ২৬৯টি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের ইউনিট চালু রয়েছে।

এবারও জেলায় শিল্পোদ্যোগীদের নিয়ে সিনার্জি শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট দফতর। এবছর হাওড়া জেলা থেকে শুরু হল এই সরকারি কর্মসূচি। একদিনের এই কর্মসূচিতে জেলার

উদ্যোগপতিদের নিয়ে দফতরের আধিকারিকরা সরাসরি বৈঠক করেন। তার আগে 'সিনার্জি'র সূচনা করেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি, ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ নির্মল মাজি, ক্ষুদ্র শিল্পোন্নয়ন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান জয়প্রকাশ মজুমদার, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ছোট শিল্প দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডে, জেলাশাসক পি দিপাপ প্রিয়া, নগরপাল প্রবীণ ত্রিপাঠী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরি দাস, সহ-সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য প্রমুখ। সিনার্জির সূচনা করে মন্ত্রী অরূপ রায় বলেন, হাওড়া শিল্পে হারানো গৌরব ফিরে পাচ্ছে। জেলার উদ্যোগপতিদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার দ্রুত সমাধান করা হচ্ছে। জেলায় এমএসএমই ক্ষেত্রে সম্প্রতি প্রায় ৭ হাজার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। শিল্পোদ্যোগীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। কোনওভাবেই উৎপাদন বন্ধ রাখা চলবে না। কোনওরকম সমস্যায় পড়লে শিল্পোদ্যোগীরা তৎক্ষণাৎ জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাহলেই মিলবে দ্রুত সমাধান। অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডে বলেন, এই নিয়ে পরপর ১০ বছর ধরে জেলাস্তরে সিনার্জি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শিল্প গড়ার দ্রুত ছাড়পত্র দেওয়া সম্ভব হচ্ছে

প্রতি জেলায় সোশ্যাল মিডিয়া ইউনিট রাজ্যে

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ চলছে। সেই উন্নয়নকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এবার সামাজিক মাধ্যমকে আরও জোরকদমে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রতিটি জেলায় খোলা হবে পৃথক সোশ্যাল মিডিয়া ইউনিট।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধীনে এই ইউনিটগুলি চালু করা হবে। মূলত প্রতিটি জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সদর কার্যালয় থেকেই এই ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। সূত্রের আরও খবর, জেলায় জেলায় সোশ্যাল মিডিয়া ইউনিট তৈরির জন্য ১০৮টি নতুন শূন্যপদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে সরকারি তথ্য প্রচার, সচেতনতা অভিযান এবং ভুয়ো খবর প্রতিরোধে আরও দ্রুত ও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সার্ধশতবর্ষে 'বন্দেমাতরম' উদযাপন হবে রাজ্যজুড়ে

প্রতিবেদন : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ভারতের জাতীয় স্তোত্র 'বন্দেমাতরম'-এর সার্ধশতবর্ষ। সেই সার্ধশতবর্ষপূর্তি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সোমবার নবান্নে অনুষ্ঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, সার্ধশতবর্ষপূর্তি উদযাপন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অধ্যাপিকা লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটিই সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্যজুড়ে কোথায় কোথায় কীভাবে পালিত হবে।

১৮৭৬ সাল বন্দেমাতরম রচনার বছর। ধরা হয় আগামী ৭ নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত গানটির 'জন্মদিন'। ১৮৭৬ সালে কলকাতায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এর প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত একটি জনসভায় গানটি প্রথম গাওয়া হয়েছিল। তারপর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি ১৮৮২ সালে প্রকাশিত হয়। আগামী ৭ নভেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত গানটির 'জন্মদিন'। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ৭ নভেম্বর দিনটি উদযাপন করা হবে বিশেষ মর্যাদায়।

কলকাতা পুলিশের পদ কাঠামোয় আনা হচ্ছে পরিবর্তন

প্রতিবেদন : কলকাতা পুলিশের পদ কাঠামোয় আনা হচ্ছে বড়সড় পরিবর্তন। সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই মর্মে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, কলকাতা পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীতে সুবেদার পদকে 'সশস্ত্র সাব-ইন্সপেক্টর' পদে উন্নীত করার। সেইমতো মোট ১৫০টি সুবেদার পদকে কলকাতা পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর সশস্ত্র সাব-ইন্সপেক্টর পদে রূপান্তর করা হবে। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও জোরদার করবে। এছাড়াও এদিন পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনার ব্যাপারে আলোচনা হয়। নির্দিষ্ট কিছু পদে সরাসরি নিয়োগ চালু করার বিষয়টি আলোচনার পর্যায়ে। বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে এ-ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। যোগ্যতাভিত্তিক স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জোর দেওয়া হচ্ছে।

১৯৭৬ থেকে ১৯৯৬, কলকাতা বইমেলায় ছবির প্রদর্শনী

এবার থিম কান্ট্রি মারাদোনা-মেসির আর্জেন্টিনা

প্রতিবেদন : প্রতিবারই কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় কোনও না কোনও চমক থাকে। এবারেও তার অন্যথা নয়। এবারের চমক একেবারে অভিনব। ১৯৭৬ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এই ২০ বছর ময়দানে আয়োজিত বইমেলার দুর্লভ ছবির প্রদর্শনী হবে এবার। শুধু প্রদর্শনী নয়, সেই ছবির প্রতিযোগিতাও হবে। পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে বিজয়ীদের হাতে। এদিন এমনটাই জানালেন বইমেলার উদ্যোক্তা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সভাপতি সুধাংশুশেখর দে, সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়। এবারের ৪৯ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার ফোকাল 'থিম কান্ট্রি' মারাদোনা-মেসির দেশ আর্জেন্টিনা।

■ সোমবার কলকাতা বইমেলা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর দে প্রমুখ।

২২ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া বইমেলা চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি হবে কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল। ২০২৫ সালের বইমেলায় এসেছিলেন ২৭ লক্ষ বইপ্রেমী। ২৩ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছিল চলতি বছরে। এবার সেই বই বিক্রির পরিমাণ আরও বাড়বে বলেই আশাবাদী উদ্যোক্তারা। গ্রেট বিটেন, আমেরিকা, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, স্পেন, পেরু, কলোম্বিয়া, জাপান, থাইল্যান্ডও অংশ নেবে এবারের বইমেলায়। এছাড়াও অংশ নেবে উত্তরপ্রদেশ, কর্নাটক, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশও। থাকবে লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়ন, চিলড্রেন্স প্যাভিলিয়নও।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
4 November, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রতিবাদের মিছিল

এসআইআরের বিরুদ্ধে আজ মহানগরে প্রতিবাদ মিছিল। মিছিলে হাঁটবেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলের নেতৃত্ব। থাকবেন অসংখ্য নেতা-কর্মী এবং সাধারণ মানুষ। এই মিছিল প্রতিবাদের। চক্রান্তের বিরুদ্ধে এই মিছিল। এই মিছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরির বিরুদ্ধে। বিজেপি-কমিশনের লক্ষ্য হল নাম বাদ দেওয়া। তৃণমূল কংগ্রেসের স্পষ্ট বার্তা, একটিও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে ছেড়ে কথা বলা হবে না। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এসআইআর করা হচ্ছে। আতঙ্ক তৈরির কারণে বাংলায় বিগত চারদিনে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যুর দায় বিজেপি এবং কমিশনকে নিতে হবে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকাকে বেঞ্চ-মার্ক করা হয়েছে। আজ থেকে ২৩ বছর আগে এসআইআর চলেছিল টানা দু'বছর। এই বিরাট কাজ কী করে দু'মাসের মধ্যে শেষ করা হবে, তার জবাব কমিশনের কাছে নেই। ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস কমিশনের কেলেঙ্কারি ফাঁস করেছে। একের পর এক উদাহরণ তুলে এনে দেখিয়েছে কীভাবে ২০০২-এর তালিকা থেকে অসংখ্য নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। হার্ড কপিতে নাম রয়েছে কিন্তু ওয়েবসাইটে নাম নেই। কীভাবে হল? জবাব দিতে হবে কমিশনকে। আসলে একটা চক্রান্ত চলছে। ধরে ফেলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তারই প্রতিবাদ হবে আজ মহানগরের রাজপথে। শামিল হোন বাংলার জনতা। বহিরাগতদের স্বেচ্ছাচারিতা মানবে না বাংলা।

অথ ভোটার তালিকা কথা

সুখেন্দুশেখর রায় (সাংসদ, রাজ্যসভা) ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের মাধ্যমে বিহারে তড়িঘড়ি করে লক্ষ লক্ষ ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ ও কয়েক লক্ষ নতুন ভোটার তৈরি করে নির্বাচনী বৈতরণী পার করার ফাঁদ পেতেছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। এবার বাংলা-সহ আরও ১২ রাজ্যে এসআইআর হবে। আগামী বছর ৫টি রাজ্যে নির্বাচন আছে। মার্চ মাসে অসম, মে মাসের মধ্যে বাংলা-সহ অন্য ৪টি রাজ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। অথচ, অসমে এসআরআই হবে না। কেন? এমন বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উঠছে।

১) চোদ্দো বছর পার হয়ে গেলেও দেশে জনগণনা হল না কেন? প্রধানমন্ত্রী-সহ বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রী বলছেন, দেশে এত অনুপ্রবেশকারী ঢুকে পড়েছে যে বিভিন্ন রাজ্যে জনবিন্যাস পাল্টে গেছে! কীসের ভিত্তিতে বলছেন? সীমান্ত ও সীমান্ত থেকে দেশের ভেতরে ২০ কিমি এলাকা পর্যন্ত সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরদারির এক্তিয়ার আইনে বলা হয়েছে। তাহলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন এই বাহিনী কয়েক যুগ কী করছিল?

২) বলা হচ্ছে, ১২ হাজার কোটি টাকা খরচ করে তৈরি (২০১৯-এর হিসেবে) যে আধার কার্ড দেশবাসীর হাতে কেন্দ্রীয় সরকার ধরিয়ে দিয়েছে তা নাকি গ্রহণযোগ্য নয়। সেখানে কার্ডধারীদের হাতের ছাপ আছে, চোখের মণির ছবি আছে, সমস্ত পরিচয়, ঠিকানা সব আছে। তবু তা চলবে না। কারণ, অসংখ্য কার্ড নাকি ভুয়ো। কীসের ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করা হল? আর বাতিল করা হল না কেন?

৩) ৫০ বছরের বেশি বয়স্ক মানুষের অনেকের জন্মের শংসাপত্র নেই। অনেকের সম্পত্তি না থাকায় দলিলও নেই। স্কুলের গণ্ডি পেরোয়নি। ফলে স্কুল পাশের নথিও নেই। তাছাড়া ওইসব নথি বুঝি জাল হয় না? দেশের এক বিশাল নেতার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শংসাপত্র নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাহলে?

৪) ৩০/৩১ দিনে বাংলার ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭৫০টি পরিবারের (২০২১-এর পরিসংখ্যান) দুয়ারে পৌঁছে যাবে ভোটবাবুরা? সম্ভব?

৫) আমি ১৯৭২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সমস্ত ভোট দিয়েছি। আমার মতো বা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে ভোট দিচ্ছেন এমন বহু মানুষ আছেন। তাহলে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় অনবধনতাবশত যদি তাঁদের কারও নাম বাদ গিয়ে থাকে তাঁদের কেঁচে গণ্ডুষ করতে হবে কেন? ২০০২-এর তালিকাই যদি সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে পরের ভোটার তালিকাগুলো বাতিল বলে গণ্য হল না কেন?

৬) প্রায় ৬ কোটি আন্তঃরাজ্য যে পরিযায়ী নাগরিকরা রয়েছেন, তাঁদের কাছে পৌঁছানোর কী ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন? নাকি ধরেই নিয়েছে, তাঁরা কেউ ভারতীয় নাগরিক নন?— এই সমস্ত প্রশ্নের কোনও সদুত্তর নেই, পাওয়া যাবে না। কমিশনের মূল কাজ নির্বাচন সুসম্পন্ন করা, অস্বচ্ছ বাতাবরণ তৈরি করা নয়। অথচ সেটা করেই তারা মানুষের সংবিধানসম্মত ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এ হতে দেওয়া যাবে না।

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আসল উদ্দেশ্য কী?

এসআইআর-এর বিরুদ্ধে আজ রাজপথে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গে যুব সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রামরেড়রা কেউ নেই প্রতিবাদে প্রতিরোধে, আছে কেবল টেবিল পেতে বসে সর্বনাশের খেলা দেখায়। গেরুয়া পার্টি কাদের রাষ্ট্রহীন করার খেলায় নেমেছে? কেন আমরা প্রতিবাদী? কী আটকাতে চাইছেন জননেত্রী ও সেনাপতি? বুঝিয়ে দিতে কলম ধরেছেন অধ্যাপক **ড. অর্ণব সাহা**

২৭ অগাস্ট দলীয় কর্মিসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে জননেত্রী মমতা ব্যানার্জি স্পষ্টই বলেছিলেন, "আমরা কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে সম্মান করি, কিন্তু এটা বুঝতে হবে এই এসআইআর আসলে ঘুরপথে এনআরসি করার চক্রান্ত, যার মাধ্যমে ওরা অপছন্দের ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেবে।" বৃহৎ পুঁজিলালিত গণমাধ্যম এবং বিজেপির ভাড়াটে ই-পোর্টালগুলোও মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের কদর্থ করতে আরম্ভ করে। তারা বলতে শুরু করে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সাংবিধানিক এজেন্সির বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান রাখতে চাইছেন।

সত্যিই কি তাই? বিহার বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনের আগে এই বিশেষ সংশোধনী নিয়ে যে অজস্র অভিযোগ আসতে শুরু করেছে, সেগুলোর সামান্য অংশও যদি যাচাই করা যায়, তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাবে, এসআইআর-এর নামে আসলে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নির্বাচন কমিশনের মতো স্বনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে আসলে দেশের বিরাটসংখ্যক প্রান্তিক দরিদ্র দলিত, মুসলিম ও মহিলা ভোটারের নাগরিকত্ব হরণ করতে

> **এসআইআর-এ বাতিল হওয়া হতদরিদ্র মানুষ সেই 'উন্নয়নের এঁটো' হওয়ার লাইনে গিয়ে দাঁড়াবেন। এটাই বিজেপির লুকানো উদ্দেশ্য।**

চাইছে। এর পিছনে সংঘের এক দীর্ঘলালিত রাষ্ট্রীয় দর্শন কাজ করছে। কিন্তু সেই আলোচনায় যাওয়ার আগে আরও কিছু তথ্য জেনে রাখা দরকার। এসআইআর-এর প্রক্রিয়ায় হাজারো গরমিল নজরে আসতেই যোগেন্দ্র যাদবের নেতৃত্বে 'রিপোর্টার্স কালেক্টিভ' অথবা 'অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রাইটস'-এর মতো সংস্থারা সুপ্রিম কোর্টে যে মামলাগুলি দায়ের করে এবং যেগুলির মধ্যে একাধিক মামলার মীমাংসা এখনও অধরা, সেগুলি এই সুবাদে আরেকবার খতিয়ে দেখা দরকার।

কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে বলা হয়েছিল, এর আগেও ২০০৩ সালে 'স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন' হয়েছিল। সেই সমীক্ষার গাইডলাইন ঠিক কী ছিল, সেই প্রশ্ন আরটিআইয়ের মাধ্যমে জানতে চেয়েছিল 'রিপোর্টার্স কালেক্টিভ'। প্রথমে নির্বাচন কমিশন সেই গাইডলাইন সামনে আনতে চায়নি। অবশেষে যখন সেটি সামনে এল, দেখা গেল, ২০০৩-এর এসআইআর এবং ২০২৫-এর এসআইআর-এর মধ্যে আকাশপাতাল ফারাক। প্রথমত, ২০০৩ সালে জনে জনে 'এন্যুমারেশন ফর্ম' ভরতে বলাই হয়নি। কেবল জীবিত ব্যক্তির নাম, বয়স, ঠিকানা যাচাই করা হয়েছিল সেবার। দ্বিতীয়ত, এই যে বলা হচ্ছে সেইবার মোট চারটি নথি দেখতে চাওয়া হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ ভুল তথ্য। বরং, এইবার যে এগারোটি নথির তালিকা দেখতে চাওয়া হয়েছে, তা স্বাধীন ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ নতুন পদক্ষেপ। তৃতীয়ত, ২০০৩ সালে কোনও নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র চাওয়া হয়নি। ওই গাইডলাইনের ৩২ নম্বর প্যারাগ্রাফে স্পষ্ট বলা হয়েছিল বিএলও-দের কোনও অধিকারই নেই দেশের মানুষের নাগরিকত্ব যাচাই করার। সুপ্রিম কোর্টে যখন যোগেন্দ্র যাদব অন্তত একশোজন নির্বাচন কমিশনের ভাষায় 'মৃত' ভোটারকে জীবন্ত দাঁড় করিয়ে দিলেন, সুপ্রিম কোর্টও নড়েচড়ে বসে এবং উক্ত এগারোটি নথির সঙ্গে 'আধার কার্ড'-কেও নথি হিসেবে মান্যতা দেয়। এই মান্যতাদানের তাৎপর্য সুগভীর। কেন, তা বুঝতে রকেট সায়েন্স জানতে হবে না।

ওই এগারোটি নথির তালিকা দেখলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, ওই তালিকার পাঁচটি নথি— জন্ম শংসাপত্র, পাসপোর্ট, সরকারি চাকরির প্রমাণপত্র, কাস্ট সার্টিফিকেট, মাধ্যমিক পরীক্ষার সার্টিফিকেট, যেখানে জন্মতারিখ ও বাবার নাম নথিভুক্ত থাকে। বিহারের প্রেক্ষিতে এই পাঁচটি নথি যাদের রয়েছে, তাদের শতাংশ কত জানেন? জন্ম শংসাপত্র ২.৮%, পাসপোর্ট ২.৪%, সরকারি চাকরির প্রমাণপত্র ৫%, কাস্ট সার্টিফিকেট ১৬% এবং মাধ্যমিক পাশের সার্টিফিকেট মাত্র ৩৫%। এর পাশাপাশি ভোটার এপিক কার্ড রয়েছে ৯৫% লোকের, আধার কার্ড ৯৩%-এর এবং রেশন কার্ড ৮০% মানুষের কাছে রয়েছে। তাহলে এই নথিগুলি নির্বাচন কমিশন কেন তাদের গ্রাহ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করল না? কারণ, এই ব্যাপকসংখ্যক পরিচয় পত্রগুলো গ্রাহ্য করলে রাজ্যের গরিব দলিত, মুসলিম, আদিবাসী এবং মহিলা ভোটারদের বৃহদংশকেই সন্দেহের তালিকায় নিয়ে এসে এসআইআর-নামক ভীতি প্রদর্শনকারী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না, যেটা বিজেপির আসল উদ্দেশ্য। এক ব্যাপকসংখ্যক পিছড়েবর্গের মানুষকে বেনাগরিক করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। বিহারে অনুপ্রবেশকারী ভোটারের সংখ্যা মাত্রই ৩৭০ জন এবং তাঁদের বৃহদংশই নেপালি হিন্দু। এরপরেও যারা এখনও ভাবছেন, সংঘের মৌলিক এজেন্ডা অনুযায়ী দেশের সংখ্যালঘু মুসলিমদেরই কেবল টার্গেট করা হচ্ছে, তারা সম্ভবত অসমের এনআরসির অভিজ্ঞতা ভুলে যাচ্ছেন। সেখানে ঝাড়াইবাছাইয়ের পর যে ১৯ লক্ষ মানুষকে ডি-ভোটার করা হয়েছে তার মধ্যে প্রায় ১৩-১৪ লক্ষ মানুষই প্রান্তিক হিন্দু সমাজের। আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও মতুয়া, নমঃশূদ্র, রাজবংশীদের একটা বিরাট অংশ এই তালিকায় চলে আসতে পারেন, যাঁদের মোট সংখ্যা এক কোটি হওয়াও অসম্ভব নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় যা বলেছিলেন, তা আরেকবার স্মরণ করা প্রয়োজন— "যদি এই ভোটার তালিকা অস্বচ্ছ হয়, তাহলে তো গোটা ভারতীয় সংসদেরই উচিত পদত্যাগ করে ফের ভোটে যাওয়া।" বলাই বাহুল্য, এই প্রস্তাবের কোনও জবাব বিজেপির কাছে নেই।

এবার তথ্যের ঘেরাটোপ ছেড়ে বেরিয়ে একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক, বিজেপি কেন দেশের গরিব, স্বল্পশিক্ষিত মুসলিম, দলিত ও মহিলা ভোটারদের নাম বাদ দিতে চায়! স্বাধীনতার পর বাবাসাহেব আম্বেদকরের নেতৃত্বে যে সর্বজনীন ভোটাধিকারের সিদ্ধান্ত সংবিধানে গৃহীত হয়েছিল, তার চরিত্র ছিল 'ইনক্লুসিভ'। সেইসময় যে দলটি এই সর্বজনীন ভোটাধিকারের তীব্র বিরোধিতা করেছিল, তারাই বিজেপির পূর্বসুরি— 'হিন্দু মহাসভা'। আরএসএস সেদিন তাদের মুখপত্র 'অর্গানাইজার'-এ একের পর এক প্রবন্ধ ছেপেছিল ভারতীয় সংবিধানের অ-ভারতীয়ত্বের সমালোচনা করে। তারা ১৯৪৬-এ ব্রিটিশ ভারতের শেষ নির্বাচনের আদলে ভোটাধিকার চেয়েছিল, যাতে কেবল উচ্চ ট্যাক্সপেয়ার, উচ্চশিক্ষিত এবং সাধু-সন্তদের ভোট দেওয়ার অধিকার থাকে, যা মোট ইলেক্টোরেটের মাত্র ৭%-৮%। আজ আবার তারা ইতিহাসের চাকা পিছনদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে আজ বাংলার জনগণকেও রাস্তায় নেমে ভোটাধিকার হরণের এই নীল নকশা প্রতিহত করতেই হবে। গণতন্ত্র এবং মৌলিক অধিকারের স্বার্থে। কারণ, পুঁজিবাদের আজকের এই সার্বিক সংকটের মুহূর্তে কর্পোরেটের দরকার সস্তা শ্রমিকের এক বিশাল সমষ্টি। এসআইআর-এ বাতিল হওয়া হতদরিদ্র মানুষ সেই 'উন্নয়নের এঁটো' হওয়ার লাইনে গিয়ে দাঁড়াবেন। এটাই বিজেপির লুকানো উদ্দেশ্য।

মধ্যমগ্রামের রোহন্ডা এলাকায় অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে মারধরের অভিযোগ। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের ইঙ্গিত। স্বামী ও প্রতিবেশী মহিলাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

মধ্যমগ্রামে ট্রলি ব্যাগ কাণ্ডে যাবজ্জীবন সাজা মা-মেয়ের

সংবাদদাতা, বারাসত : খুন করে দেহ ট্রলি ব্যাগে ভরে পাচার করার চেষ্টা। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে পুলিশে জালে মা ও মেয়ে। মধ্যমগ্রামের এই হাড়হিম করা ট্রলি ব্যাগ খুন কাণ্ডের রায় ঘোষণা করল বারাসত আদালত। সোমবার সপ্তম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক প্রজ্ঞাপার্গী ভট্টাচার্য (হুসেন) মা আরতি ঘোষ এবং মেয়ে ফাল্গুনি ঘোষকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি, দু'জনকেই এক লক্ষ টাকা করে জরিমানার সাজা শোনানো হয়েছে। পিসি শাশুড়ি সুমিতা ঘোষ খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল আরতি ও ফাল্গুনি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে সুমিতার মৃতদেহ ট্রলি ব্যাগে ভরে কলকাতার গঙ্গার ঘাটে ফেলে আসার চেষ্টা করেছিল তারা। সন্দেহের বশে স্থানীয়দের নজরে পড়ে যায় ঘটনাটি। এরপরই উত্তর বন্দর থানার পুলিশ ট্রলি উদ্ধার করে এবং মা-মেয়েকে গ্রেফতার করে।

■ পুলিশ হেফাজতে মা আরতি ঘোষ ও মেয়ে ফাল্গুনি ঘোষ। সোমবার বারাসত আদালতে।

তদন্তে জানা যায়, বিবাহবিচ্ছেদের পর সুমিতা অসমে ভাইয়ের বাড়িতে থাকতেন। পরবর্তীতে তাঁর ভাইপো ফাল্গুনিকে বিয়ে করে। বিয়ের কয়েকমাস পর থেকেই শুরু হয় পারিবারিক কলহ। ফাল্গুনি শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে মায়ের কাছে মধ্যমগ্রামের দক্ষিণ বীরেশপল্লিতে থাকতে শুরু করে।

খুনের দিন ২৪ ফেব্রুয়ারি রাতে সুমিতাকে হত্যা করে মৃতদেহ ঘরে রেখেই কলকাতায় আসে মা ও মেয়ে। বড়বাজার থেকে কেনে ট্রলি ব্যাগ এবং বউবাজারের একটি সোনার দোকানে ১ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার গয়নার অর্ডার দেয়। গয়নার বিল করা হয় নিহত সুমিতার নামেই। নিহতের মোবাইল থেকে অনলাইনে ৫০ হাজার টাকা অগ্রিমও দেয় ফাল্গুনি। বাড়ি ফিরে পিসি শাশুড়ির মৃতদেহ হাতুড়ি দিয়ে পা ভেঙে ট্রলিতে ভরে ফেলার চেষ্টা করে তারা। পরদিন সকালে ভ্যানে করে দোলতলা পর্যন্ত নিয়ে যায়, সেখান থেকে ট্যাক্সিতে চেপে পৌঁছয় কলকাতার গঙ্গার ঘাটে। কিন্তু সন্দেহ জাগতেই স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। নর্থ পোর্ট থানার পুলিশ এসে রহস্যভেদ করে।

মামলার তদন্তভার নেয় মধ্যমগ্রাম থানার পুলিশ। তদন্তে ব্যবহৃত ছুরি উদ্ধার করা হয় বাড়ির সামনের পুকুর থেকে। ৩২ জন সাক্ষীর বয়ান এবং ফরেনসিক রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিশের চার্জশিট জমা পড়ে বারাসত আদালতে। মাত্র আট মাসেই শেষ হয় বিচারপ্রক্রিয়া। সরকারি কৌঁসুলি বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমরা চেয়েছিলাম দ্রুত বিচার হোক, আদালতও সেই অনুযায়ী রায় ঘোষণা করেছেন। সোমবার রায়ের সময় আদালত চত্বরে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল।

শীতের পথে কাঁটা নিম্নচাপ

প্রতিবেদন : শীত যেন আসি আসি করেও ফাঁকি দিচ্ছে। শীতের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিম্নচাপ। এখনই পারদ পতন হবে না তেমন একটা। বরং শুক্রবারের পর ফের হাওয়া বদল। বৃষ্টির আশঙ্কা আবার দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। আজ থেকে একটানা শুষ্ক আবহাওয়া। পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে এবং মায়ানমার উপকূলে একটি নিম্নচাপ অবস্থান করছে। এটি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় এর অবস্থান হবে বাংলাদেশ ও সংলগ্ন মায়ানমার উপকূলে।বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। শনিবার থেকে ফের শুষ্ক আবহাওয়া।

দুই গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ১

সংবাদদাতা, বসিরহাট : চারচাকা মালবাহী গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাইকের। ঘটনাস্থলে মৃত বাইক চালক। বসিরহাটের তেঁতুলিয়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় উত্তেজনা। পুলিশের হস্তক্ষেপে অবশেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। জানা গেছে, তেঁতুলিয়া ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় রামচন্দ্রপুর দিক থেকে আসছিল বাইকটি। সেই সময় অপরদিক থেকে একটি সবজির গাড়ি আসার সময় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ছিটকে পড়েন ওই বাইক চালক ও আরোহী। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একজনের। দ্রুত আসে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ। রুদ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মৃত ওই যুবকের নাম ওমর ফারুক, তাঁর বাড়ি রামচন্দ্রপুর পূর্বপাড়া।

রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, বারুইপুর : ভরদুপুরে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থানার অন্তর্গত বারুইপুর উত্তর ভাগ অঞ্চলে হিমচি এলাকায়। এদিন সকালের স্থানীয়রা রাস্তার পাশে এক ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। বারুইপুর থানার খবর দিলে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে বারুইপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতের নাকে-মুখে হাতে গভীর ক্ষত চিহ্ন ছিল। প্রাথমিক অনুমান, কেউ মেরে রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে চলে গেছে। বারুইপুর থানার পুলিশ এই ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে।

স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিলেন চিরঞ্জীব

প্রতিবেদন : স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিলেন চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। আচার্য তথা রাজ্যপালের টালবাহানার জন্য যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন হয়ে পড়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম যাদবপুর। কিন্তু এরপর সুপ্রিম নির্দেশে অবশেষে সেখানে চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়। সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিলেন তিনি। প্রায় আড়াই বছর পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী উপাচার্য পেল। ২০২৩ সালের মে মাসে স্থায়ী উপাচার্যর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন সুরঞ্জন দাস। এরপর থেকেই একাধিক অস্থায়ী উপাচার্য দিয়ে কাজ চালানো হয়েছে। যার ফলে প্রশাসনিক কাজের পাশাপাশি পঠন-পাঠনের দিকেও ব্যাহত হয়েছে। নতুন দায়িত্ব নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের দিকে নজর দেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিন চিরঞ্জীববাবু বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বাড়াতে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা দরকার। সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে ডিসেম্বরে সমাবর্তন আয়োজনেরও চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তা বাড়াতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো নিয়ে অর্থ মঞ্জুর করেছে উচ্চশিক্ষা দফতর। সল্টলেক ও মেইন ক্যাম্পাস মিলিয়ে ৭০টি ক্যামেরা লাগানোর জন্য ৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। নতুন উপাচার্য জানান, শুধু ক্যামেরা নয়, নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আরও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আপাতত তিনি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি পদে রয়েছেন। ডিসেম্বর পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকবেন তিনি। অর্থাৎ আগামী দু'মাস তাঁকে একইসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও সংসদ, দুই দায়িত্বই সামলাতে হবে। এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ডিন পদে ছিলেন তিনি। পরবর্তী কালে সামলেছেন রেজিস্ট্রার এবং সহ-উপাচার্যের দায়িত্বও।

মোবাইল ফোন ফেরাল পুলিশ

প্রতিবেদন : হারানো মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি অভিযোগকারীরা। মগরাহাট থানার পক্ষ থেকে রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলি তুলে দিলেন প্রকৃত মালিকদের হাতে। শুধু মগরাহাটের অভিযোগকারীরা নয়, হাওড়া জেলার জেসমিনা খাতুনও পেয়েছেন তাঁর চুরি হয়ে যাওয়া মোবাইল। বছর দেড়েক আগে তিনি ছিলেন কলেজপড়ুয়া। হাওড়া আমতা থেকে মগরাহাটে দিদির বাড়ি আসছিলেন ট্রেনে চেপে। কখন যে মোবাইলটি চুরি হয়ে যায় টের পাননি। অভিযোগ করেন মগরাহাট থানায়। তাঁর কথায়, কলেজ পড়ুয়া, আমার পড়াশোনার বহু কাগজপত্র মোবাইলে সংরক্ষণ করা ছিল। চুরির অভিযোগ জানানোর সময় মগরাহাট থানার বড়বাবু সেসময় আশ্বস্ত করেছিলেন, তাঁদের দিক সবরকম চেষ্টা করবেন। আজ আমি ভীষণ খুশি। থানার বড়বাবু-সহ গোটা ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও সাকিব আহমেদ, সিআই রাজু স্বর্ণকার, মগরাহাট থানার ওসি পীযূষকান্তি মণ্ডল প্রমুখ।

■ এসআইআর সম্পর্কিত বিএলএ ২ দরখাস্ত পূরণ ও প্রশিক্ষণ শিবিরে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ 'বাংলা জুড়ে একটাই স্বর— জাস্টিস ফর প্রদীপ কর'। এসআইআরের প্রতিবাদে বরানগর বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল। নেতৃত্বে বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জয়নগরে শতবর্ষে স্কুলের তোরণ উদ্বোধনে সাংসদ

■ তোরণের উদ্বোধনে পড়ুয়াদের সঙ্গে সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল।

প্রতিবেদন : বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন ঘিরে ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ছিল আবেগ, উন্মাদনা। সেই মতো সেজে উঠেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ২ ব্লকের মণিপুর বাঁশতলা হাইস্কুল। নবরূপে নির্মিত হয়েছে স্কুলের তোরণ। সপ্তাহ জুড়ে চলে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শনিবার শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানে নবনির্মিত তোরণ উন্মোচন করলেন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। তাঁরই সাংসদ তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে স্কুলের শতবর্ষ তোরণ। উপস্থিত ছিলেন স্কুল পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, জেলা পরিষদের সদস্য খান জিয়াউল হক, সভাপতি শফিউল্লাহ মোল্লা, প্রধান শিক্ষক প্রবীর কুমার সাহা-সহ অন্যরা। প্রতিযোগিতামূলক নানা কার্যকলাপে শীর্ষস্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের এদিন পুরস্কৃত করা হয়। সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল বলেন, ইতিহাসের পাতায় নাম তুলতে যাওয়া এই শতবর্ষ স্কুলের উন্নয়নে আমার সাংসদ তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা অর্থসাহায্য করতে পেরেছি। এই স্কুল থেকে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী উঠে আসছে। প্রধান শিক্ষককে পরামর্শ সহকারে তিনি বলেন ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কুলে যাতে সংবাদপত্রের ব্যবস্থা করা যায়।

রাজ্য
4 November, 2025 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে আক্রমণের ঘটনায় ধৃত অভিষেক দাস মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়ায় সোমবার তাকে ছেড়ে দিল পুলিশ

নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয়কে নকল গদ্দারের, ধুয়ে দিল তৃণমূল

প্রতিবেদন : প্রথমে ভর্ৎসনা, তারপর ঠাট্টা, শেষে অনুকরণ! এটাই বিজেপির পুরনো স্বভাব। টুকলিবাজির সেই স্বভাব বজায় রাখতে এবার সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সেবাশ্রয়' প্রকল্পকে নকল করছেন বিরোধী দলনেতা গদ্দার অধিকারী। এই গদ্দারই একসময় ডায়মন্ড হারবারের মানুষের জন্য সাংসদ অভিষেকের 'সেবাশ্রয়' উদ্যোগ নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছিলেন, কুৎসা রটিয়েছিলেন। 'সেবাশ্রয় জাল, ২৫ টাকার ওষুধ বেচছে আড়াইশো টাকায়, দাঁতের ডাক্তারকে দিয়ে বুক দেখাচ্ছে' ইত্যাদি তির্যক মন্তব্য করেছিলেন ধান্দাবাজ বিরোধী দলনেতা। কিন্তু 'সেবাশ্রয়' সাফল্যের পর হঠাৎ তার মনোভাব পাল্টে গিয়েছে! মরিয়া হয়ে নন্দীগ্রামে সেই একই মডেল নকল করার চেষ্টা করছেন। গদ্দারের টুকলিবাজির তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সমাজমাধ্যমে দলের বক্তব্য, ভণ্ডামিকেই এখন নিজেদের সরকারি নীতি বানিয়ে ফেলেছে বিজেপি। বিরোধী দলনেতা নন্দীগ্রামে 'সেবাশ্রয়'-এর নকল করতে বাধ্য হচ্ছেন কারণ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'সেবাশ্রয়'-এর বিপুল সাফল্য। যে মডেল গ্রামেগঞ্জে মানুষের দরজায় দরজায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছে—তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে এখন নন্দীগ্রামের মানুষ নিজেরাই 'এক ডাকে অভিষেক'-এ এমন উদ্যোগের দাবি জানিয়েছেন। এমনটা তখনই ঘটে যখন কেউ কথা কম বলে, ভাষণ কম দিয়ে কাজে বেশি মনোযোগ দেন—তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক সেই কাজটাই করেছেন।

প্রথমে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করে এখন সুবিধাবাদী রাজনীতি করতে নন্দীগ্রামে 'সেবাশ্রয়'কে নকল করায় গদ্দার অধিকারীকে ধুয়ে দিয়েছেন দুই তৃণমূল যুবনেতা। গদ্দারকে কটাক্ষ করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের জনদরদি সরকারের কাজকে প্রথমে গালাগাল দেওয়া এবং পরে সেই কাজটাই চুরি করা বিজেপির পুরনো অভ্যাস! লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে দুয়ারে সরকার— কিছুই বাদ নেই নকলের তালিকায়। এবার সেই একই পথেই হাঁটছেন বিরোধী দলনেতাও। যখন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সংসদীয় এলাকার মানুষের স্বার্থে 'সেবাশ্রয়' উদ্যোগ শুরু করেছিলেন, তখন ঠাট্টা করেছিলেন তিনি। আর আজ যখন নন্দীগ্রামের মানুষ সেই সেবাশ্রয়কেই চাইছেন, তখন তিনিই সেটাকে অনুকরণ করতে ব্যস্ত। এ কেমন দ্বিচারিতা?

আবার তৃণমূল আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য গদ্দারকে তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, টুকলি করে পাশ করা যায়, কিন্তু ফার্স্ট হওয়া যায় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প আনলে, বিজেপির প্রথম কাজ তৃণমূল সরকারের সেই জনদরদি উদ্যোগকে গালাগালি করা এবং সবশেষে সেটাকে অনুকরণ করা। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, দুয়ারে সরকার-সহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচুর প্রকল্পকে নকল করেছে বিভিন্ন বিজেপি রাজ্য। দুর্গাপুজোর জন্য ক্লাবগুলিকে দেওয়া অর্থসাহায্য নিয়েও আগে কটাক্ষ করে পরে দিল্লিতে সেই মডেলেরই নকল করা হল। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও যখন নিজের সংসদীয় এলাকার মানুষের কল্যাণার্থে 'সেবাশ্রয়' শুরু করেছিলেন, তখনও বিরোধী দলনেতা কটাক্ষ করেছিলেন। তারপর যখন নন্দীগ্রামের মানুষও সেবাশ্রয় চাইলেন, তখন উনি সেটাকেও কপি করে স্বাস্থ্যশিবির করলেন। চারবছর ধরে বিধায়ক রয়েছেন গদ্দার অধিকারী, এতদিন কেন করেননি?

বই অমর, বুঝিয়ে দিল শহরের একদিনের ভিজে বইয়ের মেলা

অনীশ ঘোষ

কোনও বাঁধাধরা মণ্ডপ নয়, নয় কোনও ছোট ধাঁচার স্টল বা কিয়স্ক, সম্বল শুধু পিভিসির টেবিল-চেয়ার। মাথার ওপর সকাল এগারোটা থেকে তিনটের খোলা আকাশ আর চড়া রোদ। তার পর থেকে সন্ধে ৮টা পর্যন্ত রোদ থাকার কথা নয়, তবে হেমন্তের স্নিগ্ধ বাতাসও ছিল না। তবু এই পরিবেশেই কলেজ স্কোয়ারের রাস্তার ওপর গত ২৩ সেপ্টেম্বরের এক রাতের আচমকা মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া বই নিয়ে বসে গিয়েছিলেন বইপাড়ার বিপর্যস্ত ২৫ জন প্রকাশক, বিক্রেতা। উপলক্ষ, একদিনের ভিজে বইয়ের মেলা। আর সেখানেই গোটা দিন জড়ো হয়ে গিয়েছিলেন বাংলার বইপ্রেমী মানুষ। আর তাতে ৮ ঘণ্টার মেলায় দিনভর বিক্রি হল প্রায় ৫ লক্ষ টাকার ভিজে যাওয়া, কিঞ্চিৎ নষ্ট বই। এ কেবল বাংলাই পারে। কেননা বাঙালি জানে, বই কিনে কেউ কখনও দেউলিয়া হয় না (প্রমথ চৌধুরী উবাচ)। তাই তাঁরা যথাসাধ্য সাথ দিলেন কলকাতা ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সোমবারের এই মেলায়। সহযোগিতায় ছিল স্বনির্ভর ও দিল্লি বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন। পাশাপাশি এঁরা কলেজ স্ট্রিটের ৬৫ জন প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা ও মুদ্রণ সহযোগী সংস্থার হাতে সহায়তা চেক তুলে দেন এদিন, সাম্প্রতিক ক্ষতির কিছুটা অন্তত সামাল দিতে। সেখানেও হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন চিরকালীন কৃষ্টির বাহক বাঙালি পাঠককুল। সকালে মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত। আর মেলার শেষ করেন বাংলা পক্ষের সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায়, সমাজসেবী পিয়াল চৌধুরি প্রমুখ। সারাদিন ধরে এসেছেন, উদ্যোক্তা ও প্রকাশকদের উৎসাহ জুগিয়ে গিয়েছেন লেখক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, শিক্ষক, প্রকাশক, গবেষক অনেকেই। সংস্থার সভাপতি অভিযান পাবলিশার্সের তরুণ কর্ণধার মারুফ হোসেন ও তাঁর সহযোগীদের এই কাজ বাংলা প্রকাশনা জগৎকে শত বিপর্যয়ের মধ্যেও মাথা তুলে দাঁড়ানোর দিশা দেখানোর পাশাপাশি বুঝিয়ে দিল, বইয়ের মৃত্যু হয় না, অন্তত এই বাংলায়।

■ অতিবৃষ্টিতে কলেজ স্ট্রিটের যেসব বিক্রেতার বই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাঁদের হাতে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। রয়েছেন প্রচেত গুপ্ত-সহ অন্যরা।

খুনের চেষ্টা গ্রেফতার ১

প্রতিবেদন : রাস্তা আটকে বাইক রাখা নিয়ে বচসা। রাতের তপসিয়ায় এক ব্যক্তিকে ছুরির কোপে খুনের চেষ্টা। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ অভিযুক্ত মহম্মদ জসিমুদ্দিন-সহ কয়েকজন যুবক তপসিয়ার অবিনাশ চৌধুরি লেনে রাস্তার মাঝখানে বাইক রেখে আড্ডা মারছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ হানিফ এসে বাইক সরাতে বললে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। আচমকা হানিফকে আক্রমণ করে ছুরি চালান জসিমুদ্দিন। তপসিয়া থানায় অভিযোগ জানান।

এসএসসির তালিকা

প্রতিবেদন : গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র অযোগ্যদের তালিকা দিল এসএসসি। এই তালিকায় নাম রয়েছে মোট ৩ হাজার ৫১২ জনের। নাম ও রোল নম্বর দিয়ে তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি। তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তারা আর গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি নয়া নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

কমিশনে ডেপুটেশন ইমামদের

প্রতিবেদন : আজ, মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে এসআইআর-এর মূলপর্বের কাজ। তার আগে সোমবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতরে স্মারকলিপি জমা দিল অল ইন্ডিয়া ইমাম অ্যাসোসিয়েশন। প্রকৃত ভোটারদের অধিকার সুরক্ষা, পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, দুর্গম এলাকার জনগণের ভোট সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সহজ গ্রিভান্স রিড্রেসাল মেকানিজম চালুর মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব তুলে ধরে কমিশনের কাছে ডেপুটেশন দিল ইমামদের সর্বভারতীয় সংগঠন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি বাকিবিল্লাহ মোল্লা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সভাপতি মিজানুর রহমান, সমাজসেবী ফারুক হোসেইন মোল্লা-সহ অন্যরা। রাজ্যের প্রত্যেক বৈধ ভোটারের অধিকার সুরক্ষিত রাখা এবং গণতন্ত্রের মূলভিত্তি 'সবার জন্য ভোটাধিকার' নিশ্চিত করতেই ইমাম সংগঠনের তরফে কমিশনের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

ভোটার তালিকায় নেই কাউন্সিলর

সংবাদদাতা, বারুইপুর : এসআইআরের নামে বৈধ ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চক্রান্ত শুরু করেছে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন। দিকে দিকে যখন এই নিয়ে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ঠিক সেই সময় দেখা গেল ২০০২ ভোটার তালিকায় নাম নেই খোদ বারুইপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তাপস ভদ্রর। এলাকার বাসিন্দাদের ভোটার তালিকা যাচাই করতে গিয়ে তিনি দেখেন ২০০২ ভোটার তালিকায় তাঁর নাম নেই। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিনের কাউন্সিলর তিনি। নতুন করে আবার ভোটার তালিকায় নাম তুলতে হবে। তিনি ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে বারুইপুর বিডিও-র কাছে অভিযোগ করেছেন বলে জানান। কাউন্সিলরের আরও অভিযোগ, ২০০২ সালের ২ ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় ১০০ জনের নাম ভোটার তালিকায় নেই। কেন এমন হবে?

বড় সাফল্য পুলিশের

প্রতিবেদন: বড় সাফল্য কলকাতা পুলিশের। মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে হরিদেবপুরে গুলি-কাণ্ডের কিনারা করে ফেলল পুলিশ। গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত বাবলু ঘোষ-সহ আরও দু'জন। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত বাবলুর সঙ্গে মৌসুমীর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মৌসুমী সম্প্রতি সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন। এই নিয়েই মতান্তর। এই রাগেই মৌসুমীকে শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল বাবলু। আজ বাবলুকে আদালতে তোলা হয়েছে। এর আগে সোমবার সাতসকালে গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে হরিদেবপুর এলাকা। গুলিবিদ্ধ হন এক মহিলা। তাঁর পিঠে গুলি লাগে। তিনি আপাতত এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় বাবলুকে আটক করে জেরা শুরু করে পুলিশ। ঘটনার পর তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। জানা গিয়েছে, হরিদেবপুর থানার অন্তর্গত ১২৩ নং কালীপদ মুখোপাধ্যায় রোডে সোমবার সকালে একটি ক্লাবের কাছে এই ঘটনা ঘটে। আক্রান্ত মহিলার নাম মৌসুমী হালদার।

■ এসআইআর বিরোধী গণ আন্দোলন নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন। রয়েছেন শক্তিমান ঘোষ, সুজাত ভদ্র, প্রসূন ভৌমিক-সহ অন্যরা।

■ রাজারহাট ব্লকের বিএলএ-২ এর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। রয়েছেন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়।

■ বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি এটিএম আব্দুল্লার নেতৃত্বে জেলার সমস্ত ব্লক আইএনটিটিইউসি সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক দত্ত-সহ অন্যরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হরিশ্চন্দ্রপুরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় নতুন মোড়। ঘটনার আটদিন পর প্রকাশ্যে এল সিসিটিভির চাঞ্চল্যকর ফুটেজ, যেখানে দুষ্কৃতীদের মুখ স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ

পাড়ায় পাড়ায় উৎসব, কেক কেটে উদযাপন

সোনার মেয়ে রিচার অপেক্ষায় শিলিগুড়ি

■ রিচা ঘোষ। মাঝে, শিলিগুড়ি স্টিডিয়ামে কেক কেটে উদযাপন। ডানদিকে, শামিল কচিকাঁচারাও। রিচার কোচ তপন ভাওয়ালকে কেক খাওয়ানো হচ্ছে মহকুমা পরিষদের তরফে। সোমবার।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: পাড়ায় পাড়ায় উৎসব। চলছে কেক কাটা। দেদার মিষ্টিমুখ। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই শিলিগুড়ির সোনার মেয়ের পোস্টার, ব্যানারে ছয়লাপ। তাতে লেখা— রিচা, তুমি আমাদের গর্ব!

শিলিগুড়ির মেয়ের হাত ধরে বাঙালি প্রথমবার বিশ্বকাপ হাতে ছুঁয়ে দেখল। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দিয়ে ভারতীয় দলকে সেরার খেতাব এনে দিয়েছেন শিলিগুড়ির সোনার মেয়ে রিচা ঘোষ। বাবা-মায়ের পাশাপাশি গর্বের চওড়া হাসি গোটা বাংলার। শিলিগুড়ির সোনার মেয়ের দেখা পাওয়ার অপেক্ষায় গোটা শহর। প্রসঙ্গত, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লি হাতিমোড় এলাকার বাসিন্দা রিচা ঘোষ। মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫-এ ভারতের হয়ে অবিশ্বাস্য জয় রিচার, একদিকে স্বপ্ন পূরণ, অন্যদিকে জেদ! পূর্ণ হল বাঙালির বিশ্বকাপ ছুঁয়ে দেখার স্বপ্ন। রবিবার মুম্বই থেকে জানালেন রিচা। রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ফাইনালে রিচার ৩৪ রান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। শহরের মেয়ের বিশ্বজয়, আনন্দে মাতল শিলিগুড়ি! রিচা ঘোষ! নামটাই এখন যেন এক আবেগ, এক গর্ব, এক উন্মাদনা শিলিগুড়ির মানুষের কাছে। রবিবার রাতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের জয়ে মুখর হয়ে উঠল গোটা শহর। শহরের সর্বত্রই একটাই স্লোগান— রবিবার সন্ধ্যার পর থেকেই হিলকার্ট রোড, বাঘাযতীন পার্ক, হাকিমপাড়ার অলিগলি থেকে শুরু করে প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় শুরু হয় আনন্দ উৎসব। আতশবাজির শব্দে, ঢাকের তালে, গানের ছন্দে কেঁপে ওঠে শহর। রিচার বাড়ির সামনে মানুষের ভিড় সামলানোই দায়। উৎসবমুখর পরিবেশে এলাকার মানুষ চিৎকার করে উঠছিলেন, আমাদের রিচা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে! রিচার প্রতিবেশীদের কথায়, রিচাকে ছোট থেকে খেলতে দেখেছি। ওর মধ্যে আলাদা জেদ, পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাস সবসময় ছিল। রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ ফাইনালে রিচার ৩৪ রান গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ম্যাচের পর রিচা জানালেন, জীবন বাজি রেখে নেমেছিলেন ফাইনালে। বিশ্বকাপ জিতে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সদ্যপ্রাক্তন ক্রিকেট সচিব মনোজ বর্মা জানান, রিচার জন্য গর্বিত শহর। বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ জীবনের সবটা উজাড় করে রিচাকে তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে সাহায্য করেছেন। শিলিগুড়ির বাঘাযতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব থেকে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন রিচা। সেই সময় গোপালবাবু তাঁর প্রশিক্ষক ছিলেন। এরপর কলকাতায় গিয়ে প্রথমে জেলা স্তর এবং পরবর্তীতে রাজ্য ও আন্তঃরাজ্য খেলে বিসিসিআই-এর নজরে আসেন রিচা। তাঁর ফিল্ডিং, উইকেট কিপিং এবং ব্যাটিং দক্ষতা নিয়ে আইপিএল-এ তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বলে জানিয়েছেন মনোজ বর্মা। হাকিমপাড়ার মোড়ে সাজানো হয়েছে অস্থায়ী মঞ্চ, সেখানেই রাতভর গানবাজনা চলেছে! শহরের বিভিন্ন প্রান্তে পুলিশ মোতায়েন ছিল ভিড় সামলাতে। তবে উৎসব ছিল শান্তিপূর্ণ। রিচার বন্ধুরা জানিয়েছেন, শিলিগুড়ির প্রতিটি বাড়িতেই আজ আনন্দের জোয়ার বয়ে গিয়েছে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব জানান, শিলিগুড়িতে এলেই বাঘাযতীন ক্লাবের বাচ্চাদের খেলা নিয়ে নানান গল্প ও টেকনিক নিয়ে আলোচনা করেন রিচা। মহকুমা পরিষদের হাতে বাচ্চাদের জন্য ১ লক্ষ টাকা তুলে দিয়েছেন তিনি বলে জানিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। পাশাপাশি মেয়র আরও জানান, রিচার জয়ে গর্বিত আমরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ট্যুইট করে রিচা এবং ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের ক্রিকেটারদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। অন্যদিকে মেয়ের জয়ে আবেগপ্রবণ রিচা ঘোষের বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ। বললেন, ৪৫ রাত না ঘুমিয়ে স্বপ্ন বুনেছেন রিচা। তাঁর সাফল্যে আনন্দাশ্রু বাবার। রিচা পেরেছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ করতে। বললেন রিচা ঘোষের বাবা। সব মিলিয়ে উৎসবের আমেজ শহরে।

বিএলওদের প্রশিক্ষণ

ব্যুরো রিপোর্ট: রাজ্য জুড়ে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) কাজ শুরু হচ্ছে মঙ্গলবার থেকে। আজ, মঙ্গলবার থেকেই বাড়ি বাড়ি যাবেন বুথ স্তরের অফিসারেরা (বিএলও)। সংশ্লিষ্ট বিএলও-ই ভোটারদের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে কমিশনে পাঠাবেন। সোমবার বিএলওদের হল প্রশিক্ষণ। ময়নাগুড়ি ব্লকের প্রতিটি বুথের বিএলওদের নিয়ে বিশেষ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হল সোমবার। এদিন ময়নাগুড়ি ব্লকের ২৭৬ জন বিএলও-কে নিয়ে এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম করানো হয়। ছিলেন ময়নাগুড়ি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। নিজে উপস্থিত থেকে এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম করানো হয়। এসআইআর যাতে ময়নাগুড়িতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেদিকেই নজর রাখছেন ব্লক প্রশাসন। একইভাবে বাকি জেলাগুলিও চলে প্রশিক্ষণ। এদিন রায়গঞ্জ ব্লক অফিসে বিএলও-দের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল প্রশিক্ষণ কর্মশালা। কীভাবে ফর্ম বাড়ি বাড়ি পৌঁছানো হবে, কী কী কার্যক্রম রয়েছে, সেই বিষয়গুলি এদিন বিএলও-দের সামনে তুলে ধরেন প্রশাসনিক কর্তারা।

■ জলপাইগুড়িতে বিএলওদের প্রশিক্ষণ।

এসআইআর নিয়ে

■ বৈঠকে পাপিয়া ঘোষ।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: এসআইআর সম্পর্কিত যাবতীয় নিয়মাবলি নিয়ে আলোচনা করতে সোমবার দার্জিলিং জেলার জেলাশাসকের প্রতিনিধি এবং শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের সঙ্গে সারা ভারত তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের কাছে বিএলএ ১ এবং বিএলএ ২-এর নথি জমা করা হয়। প্রসঙ্গত, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দার্জিলিং জেলার সমতলের তিনটি আসনের বিএলএ-১ এর দায়িত্ব তৃণমূল কংগ্রেস তুলে দিয়েছে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কোর কমিটির সদস্যা পাপিয়া ঘোষকে। সোমবার সেই দায়িত্বের সমস্ত সরকারি নথি শিলিগুড়ির মহকুমা শাসকের মাধ্যমে দার্জিলিং জেলার জেলাশাসকের কাছে পেশ করেন পাপিয়া ঘোষ।

স্কুল পরিকাঠামো উন্নয়নে

সংবাদদাতা, কোচবিহার : তিনটি স্কুল পরিদর্শন করলেন কোচবিহার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের (ডিপিএসসি) চেয়ারম্যান রজত বর্মা। সোমবার সকালে প্রথমেই তিনি চন্দনচৌড়া স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছন। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি মাঝেমধ্যে দেরিতে স্কুলে আসেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই আজ পরিদর্শনে যান চেয়ারম্যান। রজত বর্মা স্কুলের উপস্থিতি রেজিস্টার, শিক্ষকদের উপস্থিতি এবং শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ খতিয়ে দেখেন। পরে তিনি প্রধান শিক্ষককে সতর্ক করেন এবং সময় মেনে স্কুলে আসা ও পড়াশোনার মানোন্নয়নের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি তিনি স্কুল প্রাঙ্গণ ও ক্লাসঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ অভিযোগ করেছিলেন যে, বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণিকক্ষে পুরনো আসবাবপত্র ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফেলে রাখা হয়েছে, যার ফলে সাপের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল এলাকায়। বিষয়টি জানার পর চেয়ারম্যান দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন স্কুল কর্তৃপক্ষকে।

■ একই দিনে তিনটি স্কুল পরিদর্শন করলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
4 November, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বিজেপির বিভাজন রাজনীতির বিরুদ্ধে ঝাড়গ্রামে লড়াইয়ের ডাক

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কমিটির উদ্যোগে সোমবার এসআইআর সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠক হল ঝাড়গ্রাম শহরের এক অতিথিশালায়। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনের প্রস্তুতি এবং বিজেপির বিভাজনমূলক রাজনীতির মোকাবিলা করাই ছিল এই বৈঠকের মূল আলোচ্য। এদিনের বৈঠকে ছিলেন মন্ত্রী তথা ঝাড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়ক বীরবাহা হাঁসদা, সাংসদ কালীপদ সরেন, জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু, জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, বিনপুরের বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা প্রমুখ।

■ বৈঠকে রয়েছেন বীরবাহা হাঁসদা, কালীপদ সরেন, দুলাল মুর্মু, চিন্ময়ী মারান্ডি, ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, দেবনাথ হাঁসদা প্রমুখ।

'লড়াইয়ের ময়দানে থাকব আমরাও', সভায় বিজেপির বিরুদ্ধে এমনই কড়া বার্তা দেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী। অভিযোগ করেন, ''বিজেপির ভয় আর বিভাজনের রাজনীতিই বাংলায় কেড়ে নিচ্ছে একটির পর একটি নিরীহ প্রাণ।'' তিনি আরও বলেন, ''নাগরিকত্বের নামে বছরের পর বছর ভয় দেখিয়ে, মিথ্যাচার আর বিভাজনের রাজনীতি চালিয়ে মানুষকে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করছে কেন্দ্রের এই বিজেপি সরকার। তবে লড়াইয়ের ময়দানে থাকব আমরাও, একটাও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে সারা বাংলার সঙ্গেই গর্জে উঠবে ঝাড়গ্রাম!'' এই পর্যালোচনা বৈঠক থেকে স্পষ্ট, আসন্ন দিনগুলিতে ঝাড়গ্রাম জেলায় তৃণমূল কংগ্রেস সংগঠনকে আরও মজবুত করে বিজেপি'র বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত হচ্ছে। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ও অন্য বিরোধী দলগুলিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দুর্গাপুর ধর্ষণ-কাণ্ডে ২ ধৃতকে রাজসাক্ষী হওয়ার পুলিশি প্রস্তাব

■ ধৃতদের তোলা হচ্ছে আদালতে।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : আইকিউ সিটি কাণ্ডে দুই অভিযুক্তকে রাজসাক্ষী হওয়ার প্রস্তাব দিলেন সরকারি আইনজীবী। সোমবার ছয় অভিযুক্তকে জেল হেফাজত থেকে দুর্গাপুর মহকুমার অতিরিক্ত জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারকের কাছে অভিযুক্ত সহপাঠী ওয়াসিফ আলির আইনজীবী শেখর কুণ্ডু সওয়াল করতে গিয়ে অভিযোগ করেন, এত দ্রুত চার্জশিট দেওয়া হয়েছে চাপে পড়ে। আর যেন চার্জশিট জমা দিতে না পারে। পাশাপাশি তিনি আবেদন করেন, থানার সিসিটিভি ফুটেজ দেওয়ার জন্য। সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমরা আইন অনুযায়ী শফিক শেখ এবং রিয়াজউদ্দিনকে রাজসাক্ষী হওয়ার প্রস্তাব রেখেছি। তারপরেই বিচারক একদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন অভিযুক্তদের।

■ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো রবিবার পিংলা ব্লকের দুজিপুরে পিংলা বিধানসভার বিএলএ-২ বুথের সভাপতি ও দুটি ব্লকের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে সফল সভা করলেন পিংলার বিধায়ক, জেলা তৃণমূল সভাপতি অজিত মাইতি। ছিলেন পিংলা ব্লক তৃণমূল সভাপতি শেখ সবেরাতি ও খড়্গপুর ২ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি দেবরাজ দত্ত প্রমুখ।

■ বীরভূমের নতুন জেলাশাসক হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন ধবল জৈন। সোমবার তাঁকে তাঁর দফতরে সংবর্ধনা দিলেন সিউড়ি পুরসভার প্রধান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়।

ব্যাঙ্কের গ্রাহক সেবাকেন্দ্রে টাকা তছরুপ, বিক্ষোভ, ধৃত তিন কর্তা

সংবাদদাতা, জয়পুর : জয়পুর ব্লকের গোপালনগর গ্রামের মানুষকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা নিতে আগে ছুটতে হত প্রায় সাত কিমি দূরের জয়পুরে। গ্রামের মানুষদের এই সমস্যা দূর করতে বছর কয়েক আগে গোপালনগরে গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র চালু করে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। চালু হতেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এখানে এলাকার গরিব মানুষজন সঞ্চয় জমা করতেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও লক্ষ লক্ষ টাকা পরিশোধ করতেন। গত সেপ্টেম্বরে হঠাৎ এক মহিলা গোষ্ঠী জানতে পারে, জমা করা আমানত জমা পড়েনি ব্যাঙ্কে। যে রসিদ দেওয়া হয়েছে তাও ভুয়ো। এরপরই ধরা পড়ে বহু ঘটনা। তাতে থানার দ্বারস্থ হয়ে গ্রাহক সেবাকেন্দ্রের তিন পরিচালকের নামে অভিযোগ দায়ের করলে গতকাল তিনজনকেই গ্রেফতার করে জয়পুর থানার পুলিশ। প্রতারিত গ্রাহকেরা টাকা ফেরতের দাবিতে আজ ব্যাঙ্কে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে এলে জয়পুর থানার পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখান প্রতারিত গ্রাহকরা। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ওই গ্রাহক সেবাকেন্দ্রের তিন কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করেছে জয়পুর থানার পুলিশ। সোমবার তাদের তোলা হয়েছে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে। ম্যানেজার না থাকায় ডেপুটি ম্যানেজার এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে চাননি।

■ ব্যাঙ্কে পুলিশকে ঘিরে গ্রাহকদের বিক্ষোভ।

তিন স্কুলের সব শিক্ষকই বিএলও, লেখাপড়া শিকেয়

■ বেরোতে হবে ভোটের কাজে। তার আগে ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষক।

সংবাদদাতা, আসানসোল : পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের তিনটে স্কুলের সব শিক্ষকেই বিএলও দায়িত্বে। আগামীদিনে কীভাবে পঠনপাঠন চলবে, তাই নিয়ে বিপাকে পড়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের ফটিকচন্দ্র রায় স্মৃতি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাপড়াইদ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ডুবুরডিহি প্রাথমিক বিদ্যালয় —এই তিনটে স্কুলের সব শিক্ষককে এসআইআর-এর জন্য বিএলওর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই তিনটি স্কুলের মোট ছয়জন শিক্ষক রয়েছেন, তাঁদের সকলেই বিএলও দায়িত্বে। তাই এই তিনটি স্কুলের পঠনপাঠন আগামী দিনে কীভাবে চলবে, তা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। যদিও শিক্ষকরা জানিয়েছেন, স্কুল চালু রেখেই এসআইআরের কাজ করবেন। তবে শিক্ষকরা চাইছেন, এসআইআরের কাজ যতদিন চলবে ততদিন ডেপুটেশনে কোনও শিক্ষক এই স্কুলগুলোতে দেওয়া হোক।

কর্ণগড় রানি শিরোমণিগড়ের সংস্কারের কাজ শুরু হল

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : শুরু হল ঐতিহাসিক কর্ণগড় রানি শিরোমণিগড়ের ঐতিহাসিক স্থাপত্যের সংস্কারকাজ। দীর্ঘদিন ধরে শালবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ ও অন্য সকলের আবেদনের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয় করে পূর্ত দফতরের উদ্যোগে এই সংস্কারকার্য শুরু হল। শিরোমণিগড়ে ধ্বংসস্তূপ সংস্কারের সময় মাটি সরাতে উঠে আসে একাধিক প্রাচীন খিলান, দেওয়ালে খোদাই মূর্তি, সিঁড়ি ও আরও একটি মন্দিরের অন্দর।

সবেমাত্র কাজ শুরু হয়েছে, নিশ্চিতভাবে বলতে পারা যায় এই সংস্কারকার্য সম্পূর্ণ হলে অনেক অদৃশ্য ইতিহাস যা আমাদের এই জঙ্গলমহল শালবনির গর্ব, স্বাধীনতা আন্দোলনের এক মাইলফলক, তা প্রকাশিত হবে। একদিকে যেমন গড়ে সংস্কারকার্য চলছে, পাশাপাশি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ইকো ট্যুরিজম কার্যেরও কর্মকাণ্ড চলছে। পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে সমস্ত মানুষজনকে আবেদন করা হচ্ছে এই জায়গাটি পরিদর্শনের জন্য।

৩৫ বছর আগে নিখোঁজ হয়েছিলেন করিম শেখ। এসআইআর আতঙ্কে ফিরে এলেন মুর্শিদাবাদে নিজের বাড়িতে। বাড়ির সবাই তিনি ফিরে আসায় খুশি। বেঁচে আছেন এটা ভাবতে পারেননি কেউ

আদিবাসী মহিলাকে নিগ্রহের ৮ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত ধৃত

জেলা পুলিশের বড় সাফল্য

সংবাদদাতা, সিউড়ি : জেলা পুলিশের বড়সড় সাফল্য। আদিবাসী মহিলার উপর হামলার ঘটনার মাত্র আট ঘণ্টার মধ্যে পুলিশের জালে দুষ্কৃতী। সিউড়ি থানার আমঝাটিতে এক আদিবাসী মহিলাকে মেরে মুখ চোখ ফাটিয়ে দেওয়া হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও পরে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয়। এ নিয়ে দিশম আদিবাসী গাঁওতার নেতা রবিন সরেন বলেন, পুলিশের উপর আমাদের আস্থা রয়েছে। কিন্তু আদিবাসী মহিলার উপর হামলা নিয়ে এক রাজনৈতিক দল নোংরা রাজনীতি করতে চাইছে। যেটা আমরা কখনওই মেনে নেব না। ধৃত যুবকের নাম খুকু সরেন। নিগৃহীতা মহিলার প্রতিবেশী। ওঁর সঙ্গে যুবকের সম্পর্ক ছিল। তা থেকেই গোলমালের সূত্রপাত। তবে শারীরিক নিগ্রহ করা কোনওমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। আমাদের আশা, আদিবাসী মেরুধন হাঁসদা সুবিচার পাবেন। পুলিশ সুপার শ্রী আমনদীপ জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি বেশ কিছু বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে আরেকটি সুয়োমুটো মামলা পুলিশ করেছে কর্তব্যরত পুলিশকে হেনস্থার অভিযোগে। গুরুতর জখম অবস্থায় মহিলাকে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তির সময় সেখানে ছিলেন ডিএসপি ট্রাফিক কুণাল মুখোপাধ্যায়। তখন বেশ কিছু বিজেপি কর্মী মহিলা ওয়ার্ডে গিয়ে ওই আদিবাসী মহিলার সঙ্গে জোর করে কথা বলার চেষ্টা করলে ডিএসপি বাধা দেন। সেই সময় গদ্দার-ঘনিষ্ঠ ধর্ষণে অভিযুক্ত জেল খাটা সুনীল মুর্মু ডিএসপিকে কটূক্তি করে, ধাক্কাও দেয়।

■ ধৃত খুকু সরেনকে আদালতে তোলা হচ্ছে।

ছাদের রান্নাঘরে আগুন, ভস্মীভূত

সংবাদদাতা, ঘাটাল : দোতলা পাকা বাড়িতে বিধ্বংসী আগুন। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন ও ঘাটাল থানার পুলিশ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার বরদা চৌকান এলাকায়। জানা গিয়েছে, এলাকার বাসিন্দা নান্টু সামন্তের দোতলা বাড়ির ছাদে রান্নাঘরে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে রান্নাঘর-সহ বাড়ির ছাদের কিছুটা অংশ ও জলের ট্যাঙ্ক পুড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ঘাটাল দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন ও ঘাটাল থানার পুলিশ। তবে ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। রান্নার জন্য উনুনের আগুন থেকেই এই আগুন লাগতে পারে, এমনটাই দমকল বিভাগের প্রাথমিক অনুমান।

পণ্যবোঝাই লরির ধাক্কায় মৃত ১, আহত ৩

সংবাদদাতা, মারিশদা : পণ্যবোঝাই লরির ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল মোটরবাইক আরোহীর। লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে পড়ে পাশের একটি চায়ের দোকানে। দোকানে খেতে আসা তিনজন গুরুতর জখম হয়েছেন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দিঘা-নন্দকুমার ১১৬বি জাতীয় সড়কে, মারিশদা তেলিপুকুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত মোটরবাইক আরোহী সুকান্ত মণ্ডল (৫২)। বাড়ি মারিশদা থানায় যশাবিশা গ্রামে। সুকান্ত প্রাক্তন তৃনমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। তিনজনকে উদ্ধার করে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর ব্যাপক যানজট হয়। পণ্যবোঝাই লরিটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় এবং চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পণ্যবোঝাই লরিটি কাঁথি থেকে নন্দকুমারের দিকে যাচ্ছিল।

শিশুর সঙ্গে অভব্য আচরণ, গ্রেফতার ২

সংবাদদাতা, মন্দারমণি : বেড়াতে আসা এক শিশুর সঙ্গে অভব্য আচরণ এবং তার প্রতিবাদ করায় প্রতিবাদী মা-বাবাকে মারধর করার অভিযোগে পুলিশের জালে ধরা পড়ল ভিন রাজ্যের দুই যুবক। নাম মনোজিৎ আচার্য ও সিতুন প্রধান। সোমবার তাদের কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। জানা গিয়েছে, ওই দুই যুবকের বাড়ি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার রাতরংপুর ও বাংরিপোসি এলাকায়। তারা গত শনিবার মন্দারমণি বেড়াতে এসেছিল। সেখানে শনিবার রাতে একটি হোটেলে একটি শিশুর সঙ্গে অভব্য আচরণ করে ওই দুই যুবক। তার প্রতিবাদ করলে তার বাবা-মাকেও মারধর করা হয়। সেই ঘটনায় রবিবার পুলিশে অভিযোগ জানান ওই দম্পতি। এরপর পুলিশ গ্রেফতার করে অভিযুক্ত দুই যুবককে।

নদিয়ায় গ্রেফতার বাংলাদেশি ব্লগার

প্রতিবেদন : বাংলাদেশ মুক্তমনাদের পক্ষে নিরাপদ নয়। এর আগে মুক্তমনা বেশ কয়েকজন ব্লগারকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে মৌলবাদীরা। সেই মৌলবাদীদের ভয়েই ২০১৮ সালে ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন বাংলাদেশের মুফতি আবদুল্লা আল মাসুদ। ভিসা শেষ হওয়ার পর দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর আর দেশে ফেরেননি। এখানেই লুকিয়ে ছিলেন। তবে শেষরক্ষা হল না। নদিয়া থেকে তাঁকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

■ ধৃত ব্লগার মুফতি আবদুল্লা।

'মুক্তমনা' ব্লগার মুফতি আবদুল্লা নিজের ইউটিউবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নাস্তিকতা নিয়ে ভিডিও পোস্ট করতেন। যার জেরে মৌলবাদীদের বিষনজরে পড়েন। তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়। তাতেই প্রাণ বাঁচাতে ২০১৮ সালে বৈধভাবেই বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসেন। ২০২০-তে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও দেশে ফেরেননি। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। বর্তমানে ভাড়া থাকতেন চাকদহের একটি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের গয়েশপুরের বাড়িতে। পুলিশ কয়েকদিন আগে খবর পেয়ে তাঁকে আটক করে কল্যাণী থানার গয়েশপুর ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে জিজ্ঞাসবাদ চলে। রাজ্য পুলিশের বিশেষ দলের পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদ করে সিআইডি ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। ভারতে থাকার বৈধ অনুমতিপত্র দেখাতে না পারায় সোমবার গ্রেফতার করে পুলিশ। যাঁর বাড়িতে মাসুদ ভাড়া থাকতেন, তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

পাসপোর্ট দুর্নীতি কাণ্ডে নদিয়ায় ইডি, গ্রেফতার ৩

সংবাদদাতা, নদিয়া : পাসপোর্ট দুর্নীতি কাণ্ডে ইডি আজ পাসপোর্ট সেবাকেন্দ্রের সামনে এক অনলাইন আবেদন কেন্দ্রে হঠাৎ তল্লাশি চালাল। ওই কেন্দ্র থেকে কিছু তথ্য পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই পাসপোর্ট দুর্নীতিকাণ্ডে আজাদ মল্লিক নামে একজনকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। তার সঙ্গে বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের যোগসূত্রও পেয়েছিল। অভিযোগ, আজাদ বাংলাদেশ থেকে এদেশে এসে থেকে গিয়েছিল। পরে তার কাছ থেকে পাকিস্তানের নথিও পাওয়া যায়। ইডি সূত্রের খবর, আজাদ কাঁচরাপাড়ার একটি ক্যাফে থেকে ১২-১৩ হাজার টাকার বিনিময়ে ভুয়ো পাসপোর্ট বানানোর দালাল

■ অনলাইন অফিসে চলেছে ইডির তল্লাশি।

হিসেবে কাজ করত। শাঁসালো লোক পেলে ৩০-৪০ হাজার টাকাও দাবি করা হত। ভুয়ো পাসপোর্টের পাশাপাশি জাল পরিচয়পত্র, জাল নথি বানানোর কাজেও যুক্ত ছিল। তার মোবাইলেও এ সংক্রান্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। আজাদকে জেরার সূত্রেই চাকদার ইন্দুভূষণকে গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার সকালে হঠাৎ চাকদহের এক কাঠমিস্ত্রির বাড়িতে হানা দেন ইডি অফিসাররা। বাড়ির সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। চাকদহের পড়ারি গ্রামের ওই কাঠমিস্ত্রির নাম বিপ্লব সরকার। সোমবার সকালে বিপ্লব ও তাঁর ভাই বিনোদের বাড়িতে যায় তদন্তকারী দল। পরে দুই ভাই ও বিনোদ নামে আরও একজনকে আটক করা হয়। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, এসআইআর নিয়ে যখন সারা রাজ্য উত্তাল, তখন কেন্দ্রীয় সংস্থাকে নামিয়ে জনমত পাল্টাতেই ইডির এই হানা।

এসআইআর নিয়ে বিএলএ-২ ও নেতাদের নিয়ে বৈঠক হুমায়ুনের

■ বৈঠকে হুমায়ুন কবির, সেলিমা খাতুন বিবি, শান্তি টুডু প্রমুখ।

সংবাদদাতা, ডেবরা : বিএলএ-২দের নিয়ে বৈঠকে বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবির। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য তৃণমূল সভাপতি সুব্রত বক্সির নির্দেশে এসআইআর নিয়ে ব্লকে ব্লকে বিধায়কদের ব্লকস্তরের সমস্ত নেতাকে নিয়ে বৈঠক আয়োজন করা হচ্ছে। সেই মতো ডেবরা বিধানসভার বিধায়ক ডঃ হুমায়ুন কবির ডেবরাতে বিএলএ-২ এবং ব্লক ও জেলাস্তরের সমস্ত নেতা, পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত সদস্য এবং ব্লকস্তরের পদাধিকারী শাখা সংগঠনের সমস্ত নেতাকে নিয়ে এসআইআর প্রসঙ্গে বিশেষ বৈঠক করলেন। হুমায়ুন ছাড়াও বৈঠকে ছিলেন জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ সেলিমা খাতুন বিবি, কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু, ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সীতেশ ধাড়া প্রমুখ।

আজ বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন

দুর্গাপুর মহকুমা আদালত

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রাত পোহালেই দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। নির্বাচন ঘিরে টানটান উত্তেজনা। সোমবার বিকেল পাঁচটায় শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নেওয়া হল। সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দেবব্রত সাঁই, সঞ্জীব কুণ্ডু এবং গোরখ সাও। সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কল্লোল ঘোষ এবং অনুপম মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও কার্যনির্বাহী সদস্য-সহ আরও বেশ কয়েকটি পদে ৯৭ জন প্রার্থী রয়েছেন। নির্বাচন উপলক্ষে সেজে উঠেছে বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোটকেন্দ্র। বুধবার সকাল থেকে শুরু হয়ে যাবে নির্বাচন। ৯২৪ জন ভোটার রয়েছেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পারদও চড়বে। সভাপতি পদে কে জয় লাভ করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন গোটা দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের আইনজীবীরা।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
4 November, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

নিরাপত্তায় জোর দিতে বাংলা–বিহার সীমান্তে একাধিক নাকা চেক পয়েন্ট

সংবাদদাতা, মালদহ : বিহার বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদারে বড় পদক্ষেপ নিল মালদহ জেলা পুলিশ। সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী কুমেদপুর এলাকায় নতুন নাকা চেক পয়েন্টের উদ্বোধন করলেন জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব। ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা এই স্থায়ী চেক পয়েন্টের মূল লক্ষ্য সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো এবং দুষ্কৃতিমূলক কার্যকলাপ রুখে দেওয়া। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে সিভিক ভলান্টিয়াররা অস্থায়ী ছাউনিতে কাজ করছিলেন, যা ঝড়-বৃষ্টি ও পোকামাকড়ের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। এবার তাঁদের জন্য নিরাপদ ও স্থায়ী কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হল। পাশাপাশি, চাঁচল মহকুমায়ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জোরদার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। চাঁচলের খরবা ও গালিমপুর এলাকায় আরও দুটি নাকা চেক পয়েন্ট ও পুলিশ ব্যারাকের উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার। এছাড়াও, আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন একটি জিম সেন্টার এবং গোয়েন্দা শাখার ডিআইবি অফিসের উদ্বোধন করা হয়েছে চাঁচল থানায়।

উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আলি আবু বক্কর, এসডিপিও সোমনাথ সাহা ও থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু। মালদহ জেলা পুলিশ সুপার বলেন, সীমান্তে কড়া নজরদারি ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ।

নাকা চেক পয়েন্টের উদ্বোধনে পুলিশ আধিকারিকেরা।

এসআইআর-আতঙ্ক কাড়ল

(প্রথম পাতার পর) সোমবার ডানকুনিতে এসআইআর-আতঙ্কে মৃত্যুর খবর পেয়েই এলাকায় ছুটে যান ডানকুনির পুরপ্রধান হাসিনা শবনম। তিনি জানান, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই জানার পর থেকেই আতঙ্কে ছিলেন হাসিনা বেগম। সেই চিন্তায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে বৃদ্ধাকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। শুধু ডানকুনিই নয়, সোমবার এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর খবর এসেছে পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর থেকেও। জন্মসূত্রে রামনগর-১ ব্লকের কাটাবনি গ্রামের বাসিন্দা শেখ সিরাজউদ্দিন এসআইআর-এর খবর পেয়ে কাগজপত্র বের করে দেখেন, নথিপত্রে তাঁর বাবার নাম ভুল রয়েছে। সেই চিন্তা থেকেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এদিন দিঘার হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় তাঁর। পরিবারের দাবি, এসআইআর-আতঙ্কের জেরেই মৃত্যু হয়েছে সিরাজউদ্দিনের।

ভোটার তালিকার সংশোধনের নামে বাংলার মানুষের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার জন্য বিজেপি-কমিশনের তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল। দলের বক্তব্য, নাম কেটে দেব, দেশছাড়া করে দেব, বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেব— বারবার বাংলার মানুষকে এসআইআর-এর নামে এসব বলে ভয়ে দেখিয়ে চলেছে বিজেপি। ফলস্বরূপ, আতঙ্কিত হয়ে আত্মহত্যা করছেন কেউ, কারও প্রাণ যাচ্ছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। ইচ্ছে করে মানুষকে উদ্বেগে ফেলছে বিজেপি আর নির্বাচন কমিশন!

এ-প্রসঙ্গে বিজেপি-কমিশনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক চক্রান্তের তীব্র নিন্দা করে তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, এসআইআর ইস্যুতে আরও একটি মৃত্যু। হাসিনা বেগম, এসআইআর-জনিত চাপ সহ্য করতে না পেরে চিন্তা-উদ্বেগ থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু। 'নাম কেটে দেব, দেশছাড়া করে দেব, বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেব' এসব বলে এসআইআর নিয়ে যে প্যানিক বিজেপি তৈরি করেছে, সেই চাপেই সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন। আমজনতাকে বিপজ্জনক দিকে ঠেলে দিচ্ছে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন। আতঙ্ক সৃষ্টি, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক চক্রান্তের তীব্র নিন্দা এবং বিরোধিতা করছি!

বাম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: প্রতিদিন তাসের ঘরের মতো ভাঙছে বিরোধী শিবির। ক্রমশ শক্ত হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের হাত। তাই ইটাহারে সিপিএম ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগাযোগ দিলেন কাপাশিয়া অঞ্চলের নমনিয়া বুথের বামপন্থী নেতা দুই নেতা-সহ তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। এদিন চেকপোস্ট এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের হাত থেকে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে যোগদান করেন তাঁরা। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ব্লক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি হাসান আলি-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

সুষ্ঠু মেলা সম্পন্ন করতে প্রস্তুতি

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহারের রাসমেলা ঘিরে শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি। সোমবার মেলা ময়দান পরিদর্শন করেছেন কোচবিহারের জেলাশাসক রাজু মিশ্রা, পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা ও কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন পুলিশ দমকল পুরসভার আধিকারিকেরা। বুধবার কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে রাসচক্র ঘুরিয়ে উৎসবের সূচনা করবেন জেলাশাসক ও দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি রাজু মিশ্রা। বৃহস্পতিবার রাসমেলা মাঠে পুরসভার সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্বোধন হবে। তার আগে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গে এদিন রাসমেলা মাঠ ঘুরে দেখেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ১৫ দিন ব্যাপী এই রাসমেলায় গোটা রাজ্যের এমনকি নেপাল ভুটান অসম থেকে পর্যটকরা আসেন। এবছর প্রায় আড়াই হাজার ব্যবসায়ী তাদের দোকান নিয়ে মেলায় বসবেন। প্রথমে ভেটাগুড়ি পরে কোচবিহার শহরের মধ্যে রাজপ্রাসাদেও রাসযাত্রা হয়েছিল। এবার মেলা ঘিরে বিরাট আয়োজন করা হয়।

ময়দান পরিদর্শনে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

রাজপথে আজ মহামিছিল

(প্রথম পাতার পর)
মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারপরই সদ্য দলে যোগ দেওয়া দুই নেতা-নেত্রীকে পাশে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন অভিষেক। এর সঙ্গে এসআইআর-এর প্রতিবাদের দিল্লিতে কমিশন ঘেরাওয়ের কথাও ফের এদিন বলেন তিনি।

এসআইআর-এর বিরোধিতা করে অভিষেকের সাবধানবাণী, সিএএ ক্যাম্পের ফাঁদে পা দেবেন না। তা না হলে অসমের মানুষের মতো অবস্থা হবে। যাঁরা অসমে ক্যাম্পে নাম লিখিয়েছিল তাঁদের সবার নাগরিকত্ব গিয়েছে। পাশাপাশি তাঁর পরামর্শ, যেসব বিএলও-রা বাড়ি বাড়ি যাবেন তাঁদের ওপর ভরসা রাখুন। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অভিষেক বলেন, নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না করে এসআইআর ঘোষণা করে দিল। আমিও দেখতে চাই দু'বছরের জিনিস কীভাবে দু'মাসে কোন জাদুকাঠি ব্যবহার করে করবে তা আমি দেখতে চাই। পাশাপাশি বাংলা ছাড়া বাকি আট প্রদেশে কেন এসআইআর হচ্ছে না? সে-প্রশ্নও তোলেন তিনি। বিএলও-দের গদ্দার অধিকারীর হুমকির প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিষেক বলেন, বিষয়টি আমরা কমিশনকে জানিয়েছি। কিন্তু কমিশন যে সহযোগিতা করবে না তাও আমরা আগেই আন্দাজ করেছিলাম। কারণ জাতীয় নির্বাচন কমিশন বিজেপির সহচরী সংস্থা। এরপর এসআইআর থেকে একটাও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের ফের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

শোভন-বৈশাখী

(প্রথম পাতার পর)
বলেন, শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমলে যোগ দিয়েছেন। দলের সৈনিক হিসেবে দু'জন কাজ করবেন। দলকে শক্তিশালী করবেন। আমার শুভেচ্ছা রইল।

প্রসঙ্গত, মাসখানেক আগে দার্জিলিংয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। তারপরই নিউটাউন-কলকাতা উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কলকাতার প্রাক্তন মেয়রকে। তার আগে বিভিন্ন সময়ে দফায় দফায় শোভন ও বৈশাখীর নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথাবার্তা, আলোচনা হয়েছে। এবার সাত বছর পর ফের আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দিলেন তিনি। ফের রাজনীতিতে সক্রিয় হচ্ছেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। সুব্রত বক্সি বলেন, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতোই আমরা চলি। তাঁর নির্দেশমতোই এই যোগদান পর্ব। তাঁর ঘরে ফেরা প্রসঙ্গে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বলেন, ঘরের ছেলের ঘরে ফেরা। মমতাদির আশ্রয়ে একদিন সবাইকেই ফিরতে হবে। বছর সাতেক আগে, ২০১৮ সালে আচমকাই কলকাতার মেয়র পদ ছেড়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। একইসঙ্গে আরও দুই দফতরের মন্ত্রিত্বও ছাড়েন তিনি। সাত বছর পর ফের বঙ্গ রাজনীতির ময়দানে শোভন চট্টোপাধ্যায়।

জমি রাজ্যের

(প্রথম পাতার পর) সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে শিল্প-বিষয়ক মন্ত্রিগোষ্ঠীর বৈঠকের পর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগে একাধিকবার বলেছেন, শিল্পের প্রসার ঘটানোই এখন রাজ্যের পাখির চোখ। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর থেকেই শিল্পায়নের গতি বাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী নানা পরিকল্পনা নিয়েছে। গঠন করেছেন একাধিক কমিটি এবং চালু করেছেন এক জানালা নীতি বা সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম। নতুন পরিকাঠামোয় শিল্পসংস্থাগুলি এক জায়গা থেকেই সবরকম ছাড়পত্র পেতে পারেন। অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, নিয়ম মেনেই জমি দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে প্রচুর বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান হবে। মুখ্যমন্ত্রী শিল্পের যে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছেন, তারই অঙ্গ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত।

জোট বাঁধো, বাঁধ ভাঙো

(প্রথম পাতার পর)
হুঁশিয়ারি দিয়ে সাধারণ মানুষকেও পথে নামার আহ্বান জানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। তাঁর কথা ও সুর করা 'জয় হোক, জয় বাংলার; জয় হোক, মানুষ সবার' গান গেয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। রাজনীতির ময়দানে না পেরে এবার এসআইআর-এর নামে বাংলার মানুষকে ভয় দেখিয়ে হেনস্থা করছে বিজেপি! নির্বাচন কমিশনের আড়াল থেকে কলকাঠি নেড়ে বাংলায় ঘুরপথে এনআরসি চালু করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চক্রান্ত চলছে! মঙ্গলবার বিজেপি-কমিশনের এই যৌথ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শহরের রাজপথে মহামিছিলে হাঁটবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। থাকবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তার আগে সোমবার নয়া সংগ্রামী গান বেঁধে আপামর বাঙালিকে মহামিছিলে শামিল হয়ে বিজেপি-কমিশনের চক্রান্ত রুখে দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিহারে লড়াই হবে জোরদার

নিজেদের সমীক্ষাতেই প্রবল অস্বস্তিতে বিজেপি

পাটনা: লড়াই হবে জোরদার। বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র মাটিও ছাড়তে নারাজ মহাগঠবন্ধন এবং এনডিএ। তবুও বিহারে প্রবল চাপে বিজেপি। বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হবে ৬ নভেম্বর। তার আগেই গভীর দুশ্চিন্তায় মোদি এবং নীতীশ। প্রথম দফার যে ১২১টি আসনে বৃহস্পতিবার ৬ নভেম্বর ভোটগ্রহণ করা হবে, তার মধ্যে অন্তত ৮০টি আসনে বিজেপি তথা এনডিএ-র দলগত পরিস্থিতি খুবই খারাপ, এমনই দাবি করা হয়েছে বিজেপির অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায়। এই আসনগুলিতে এনডিএ-র থেকে ইতিমধ্যেই অনেকটাই এগিয়ে আছেন বিরোধী জোট মহাগঠবন্ধনের প্রার্থীরা। এমনই গোপন তথ্য উদ্বিগ্ন করে তুলেছে গেরুয়া নেতৃত্বকে। বিগত পাঁচ বছরে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের শাসনকালে বিহারের কার্যত কোনও উন্নতিই হয়নি। এরই জেরে প্রবল ক্ষুব্ধ প্রথম দফার ১২১টি আসনের ভোটারদের একটা বড় অংশ। ধরা পড়েছে বিজেপির নিজস্ব গোপন সমীক্ষাতেই। এর সঙ্গে আছে এসআইআর সংক্রান্ত ক্ষোভ, মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের অভাবের সমস্যাও। মুখে বড় বড় কথা বললেও বিজেপি এবং এনডিএ নেতৃত্ব কাজের কাজ কিছুই করেনি, মনে করছেন বিহারের প্রথম দফার ভোটারদের একাংশ। সার্বিক প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার হাওয়াই বিহারের শাসক জোটকে ফেলতে পারে গভীর অস্বস্তিতে। এদিকে বিহারের এসআইআর নিয়ে প্রচুর অভিযোগ থাকলেও একে বিশ্বের বৃহত্তম শুদ্ধিকরণ বলে করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।

যাত্রী-নিরাপত্তায় চরম ব্যর্থতা রেলের

চলন্ত ট্রেনে জওয়ানকে কুপিয়ে খুন করল কোচ অ্যাটেনডেন্ট

বিকানের: ভয়ঙ্কর ঘটনা চলন্ত ট্রেনে। পিটিয়ে কুপিয়ে খুন করা হল এক জওয়ানকে। অভিযুক্ত রেলেরই এক কোচ অ্যাটেনডেন্ট। রবিবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে বিজেপি শাসিত রাজস্থানের বিকানের স্টেশনের কাছে, জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেসে। জানা গিয়েছে, ট্রেনটি যাচ্ছিল ফিরোজাদাবাদ থেকে বিকানেরের দিকে। জিগর কুমার নামে ওই জওয়ান ভ্রমণ করছিলেন স্লিপার ক্লাসে। এই ঘটনা প্রমাণ করছে, সাধারণ যাত্রীদের নিরাপত্তা তো দূরের কথা, একজন জওয়ানেরই কোনও নিরাপত্তা নেই রেলে। প্রশ্ন উঠেছে, এর দায়িত্ব কি এড়াতে পারে রেল কর্তৃপক্ষ?

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, জিগর কুমার আদতে গুজরাতের বাসিন্দা। কোনও কারণে কোচ অ্যাটেনডেন্টের সঙ্গে আচমকাই তর্কাতর্কি বেধে যায় ওই জওয়ানের। লুনকারানসর ও বিকানেরের মাঝামাঝি এলাকায় ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে তুঙ্গে ওঠে বচসা। জিগর কুমারকে পেটাতে শুরু করে কোচ অ্যাটেনডেন্ট। এই সময় হঠাৎই চলন্ত ট্রেনেই ছুরি দিয়ে ওই জওয়ানকে কোপাতে শুরু করে কোচ অ্যাটেনডেন্ট। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন জওয়ান। ট্রেন থামিয়ে দ্রুত ওই জওয়ানকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানেই মৃত বলে ঘোষণা করা হয় তাঁকে। খবর পেয়েই হাসপাতালে ছুটে যান সেনার পদস্থ অফিসাররা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, কোচ অ্যাটেনডেন্টের হাতে ধারালো অস্ত্র এল কীভাবে? তাকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। কিন্তু দু'জনের মধ্যে বচসার কারণটা ঠিক কী, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার নেপথ্যে পুরনো শত্রুতা, ব্যক্তিগত আক্রোশ কিংবা অন্য কোনও রহস্য আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অনন্য বাংলার স্বাস্থ্যসাথী অনেক পিছিয়ে কেন্দ্রের প্রকল্প

নয়াদিল্লি: আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করা বাংলার স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কোনও তুলনাই হয় না। বাংলার প্রকল্পই নিঃসন্দেহে সেরা। স্পষ্ট ভাষায় এই মূল্যায়ন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের। বাংলাকে অনুকরণ করে ২০১৮ সালে মোদি সরকার শুরু করেছে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প। এই প্রকল্পের কভারেজ সীমিত। সব স্তরের নাগরিক এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধে পান না। বহু জটিল রোগের চিকিৎসাও হয় না এই প্রকল্পে। বিজেপির যাবতীয় ঢক্কানিনাদ ও মিথ্যে প্রচারের পরেও মোদি সরকারের আয়ুষ্মান ভারত সাফল্যের শিখরে উঠতে পারেনি। এই ঘটনাকে হাতিয়ার করেই সোমবার মোদি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন ডেরেক। কেন সাধারণ নাগরিকদের ঘরে ঘরে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছে এবং কেন কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ্মান ভারত পিছিয়ে পড়েছে, তার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সোমবার ডেরেক বলেন, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে জনগণকে কোনও অর্থ দিতে হয় না। এই প্রকল্পে ১০০ শতাংশ খরচ বহন করে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্প সর্বজনীন এবং নারীপ্রধান। এখানে মহিলাদের হাতে স্বাস্থ্যবিমার স্মার্ট কার্ড তুলে দেওয়া হয়। এই প্রকল্প কাগজহীন, বিনামূল্যে এবং কোনও নগদ টাকা না দিয়েই প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পেয়ে থাকেন রাজ্যবাসী। এর প্রধান কৃতিত্ব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, তিনিই এই জনহিতকর প্রকল্পের স্রষ্টা। অন্যদিকে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের অনুকরণে মোদি সরকারের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প শুরু হয়েছে ২০১৮ সালে। এখানে কেন্দ্র দেয় ৬০ শতাংশ টাকা, ৪০ শতাংশ খরচ বহন করতে হয় রাজ্যকেই। এর কভারেজ সীমিত।

জয়পুরে ৫ কিমি রাস্তা জুড়ে তাণ্ডব ডাম্পারের মত্ত চালকের, হত ১৯

জয়পুর: এমন ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতে সম্ভবত এই প্রথম। ডাম্পারের এক মত্ত চালক ৫ কিমি রাস্তা ধরে একের পর এক যানবাহনে ধাক্কা মারল। পরিণতিতে প্রাণ হারালেন অন্তত ১৯ জন। জখম হলেন প্রায় ৬০ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার সাক্ষী হল বিজেপিশাসিত রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর। সোমবার বিকেলে জয়পুরের লোহামান্ডি রোডে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি, মোটরসাইকেল এবং অন্যান্য যানবাহন মিলিয়ে মোট ১৭টি যানে একের পর এক ধাক্কা মারে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলা ডাম্পারটি। প্রাণ বাঁচাতে পথচারীরা যে যেদিকে পারেন ছুটতে শুরু করেন। আর্তচিৎকারে ভরে যায় সুদীর্ঘ এলাকা। কিন্তু চালক ডাম্পারটি থামানোর কোনও চেষ্টাই করেনি। শেষপর্যন্ত একটি বড় মাপের ধাক্কা মেরে থমকে দাঁড়ায় খুনে ডাম্পার। ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে নিহত এবং আহতদের উদ্ধার করে পুলিশ। চালককে আটক করেছে পুলিশ।

তামিলনাড়ুতে গাড়ি থেকে নামিয়ে ৩ দুষ্কৃতীর গণধর্ষণ এমবিএ ছাত্রীকে

চেন্নাই: গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে অপহরণ এবং গণধর্ষণ করা হল এমবিএ ছাত্রীকে। ব্যাপক মারধর করা হল সঙ্গে থাকা নির্যাতিতার প্রেমিককেও। ন্যক্কারজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর বিমানবন্দরের কাছে। রবিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশ জানিয়েছে, বিমানবন্দরের কাছে গাড়িতে বসে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন ওই তরুণী। ওই সময় সেখানে বাইকে চেপে হাজির হয় ৩ দুষ্কৃতী। প্রথমে তরুণীকে লক্ষ্য করে তারা ছুঁড়ে দেয় নানা অশ্লীল মন্তব্য। তারপরেই আচমকা হামলা চালায় গাড়িতে। গাড়ি থেকে টেনে হিঁচড়ে নামায় তরুণীর বন্ধুকে। শুরু করে ব্যাপক মারধর। আক্রান্ত তরুণ মাটিতে লুটিয়ে পড়লে তাকে সেখানেই ফেলে রেখে ৩ দুষ্কৃতী তুলে নিয়ে যায় ওই এমবিএ ছাত্রীকে। এক কিলোমিটার দূরে এক বেসরকারি কলেজের কাছে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে তাঁকে পরপর ধর্ষণ করে ৩ দুষ্কৃতী। তারপরে বিবস্ত্র অবস্থায় সেখানেই নির্যাতিতাকে ফেলে রেখে চম্পট দেয় ধর্ষণকারীরা। ইতিমধ্যে তরুণীর বন্ধুর অভিযোগ পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। নির্যাতিতাকে উদ্ধার করে দ্রুত ভর্তি করে হাসপাতালে।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত একজন ধর্ষণকারীকেও গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলেছে অভিযুক্তদের। বিরোধীরা এই নিয়ে সমালোচনার ঝড় তুললেও ক্ষমতাসীন ডিএমকের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে।

তেলেঙ্গানায় বাস-লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ, প্রাণ হারালেন অন্তত ২১ জন

হায়দরাবাদ: ভয়াবহ দুর্ঘটনা তেলেঙ্গানার রঙ্গারেড্ডি জেলায়। নুড়িপাথর বোঝাই লরির সঙ্গে আরটিসির বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ২১ জন। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও অন্তত ১২ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। সোমবার সকালের ঘটনা। চেভেল্লা মণ্ডলের মিরজাগুড়ার কাছে বাস-লরির মুখোমুখি সংঘর্ষের অভিঘাত এতটাই বেশি ছিল যে নুড়িপাথর বোঝাই লরিটি প্রায় হুমড়ি খেয়ে উঠে পড়ে যাত্রীবোঝাই বাসটির উপরে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৭ জন পুরুষ, ১২ জন মহিলা এবং ১ শিশুর। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন লরিচালকও। পাথরে নিচে আটকে পড়া যাত্রীদের উদ্ধারের কাজ শুরু হয় জেসিবির সাহায্যে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, তন্দুর থেকে হায়দরাবাদ যাচ্ছিল আরটিসির বাসটি। যাত্রী ছিলেন প্রায় ৭০ জন। অধিকাংশই হায়দরাবাদের একটি কলেজের পড়ুয়া। রবিবার বাড়িতে ছুটি কাটিয়ে সোমবার কলেজে যাচ্ছিল তারা।

আর্থিক দুর্নীতি! অনিল আম্বানির ৩ হাজার কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

মুম্বই: রিলায়েন্স গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান অনিল আম্বানির তিন হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। 'রিলায়েন্স অনিল ধীরুভাই আম্বানি গ্রুপ'-এর অধীনস্থ বেশ কয়েকটি সংস্থায় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত করছে ইডি। ওই তদন্তের সূত্রেই এই তিন হাজার কোটিরও বেশি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অনিল আম্বানির সংস্থার বিরুদ্ধে বেনিয়মের অভিযোগে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য চারটি নির্দেশিকা জারি করেছিল ইডি। মুম্বইয়ের পালি হিল এলাকায় তাঁদের একটি বাড়ি রয়েছে, আরও বেশ কিছু বাড়ি এবং সংস্থার কিছু বাণিজ্যিক ভবনও বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ইডির তরফে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানা গিয়েছে বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্পত্তিগুলির মধ্যে দিল্লিতে মহারাজা রণজিৎ সিংহ মার্গে 'রিলায়েন্স সেন্টার'-এর একটি জমি আছে। বাজেয়াপ্ত হওয়া সম্পত্তির তালিকায় রয়েছে গাজিয়াবাদ, দিল্লি, নয়ডা, মুম্বই, পুণে, থানে, হায়দরাবাদ, চেন্নাই এবং অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলার কিছু সম্পত্তি। সব মিলিয়ে ৩,০৮৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে। অভিযোগ ছিল, অনিলের সংস্থা ইয়েস ব্যাঙ্ক থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ নেওয়ার সময় নিয়ম মানেনি।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রতিশ্রুতিমতোই নেপালের সাধারণ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন সেদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারকি। রবিবার নেপালের সব প্রদেশের প্রশাসনিক প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক সারেন তিনি। আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে ওই বৈঠকে

বিস্ফোরক দাবি মার্কিন প্রেসিডেন্টের

চিন ও পাকিস্তান গোপনে পরমাণু পরীক্ষা চালাচ্ছে, চাপ ভারতের

তালিকায় আছে রাশিয়া, উত্তর কোরিয়াও

ওয়াশিংটন: আবার বোমা ফাটালেন ট্রাম্প। আর এবার পরমাণু পরীক্ষা সংক্রান্ত গোপন তথ্য ফাঁস করে। সিবিএস-এর অনুষ্ঠানে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, পাকিস্তান ও চিন গোপনে পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চালাচ্ছে। তিনি আরও বলেছেন, রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়াও একই কাজ করছে।

সম্প্রতি ৩৩ বছরের স্থগিতাদেশের পর মার্কিন বাহিনীকে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। এই কাজের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে গিয়েই ট্রাম্প এই মন্তব্য করেন। ট্রাম্পের এই বক্তব্য নিশ্চিতভাবেই ভারতের জন্য উদ্বেগজনক। কারণ ভারতকে দুই প্রান্তের সীমান্তে পাকিস্তান ও চিনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশগুলি পরীক্ষা চালাচ্ছে গোপনে, তারা প্রকাশ্যে তা স্বীকার করে না। চিন ও পাকিস্তান ইতিমধ্যেই গোপনে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। ট্রাম্প আরও বলেন, রাশিয়া পরীক্ষা চালাচ্ছে এবং চিনও পরীক্ষা চালাচ্ছে, কিন্তু তারা এই নিয়ে কথা বলে না। কিন্তু আমরা একটি উন্মুক্ত সমাজ। আমরা

ভিন্ন। আমরা এই নিয়ে কথা বলি। এই অভিযোগ পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ট্রাম্প দাবি করেন, নিশ্চিতভাবে উত্তর কোরিয়া পরমাণু পরীক্ষা চালাচ্ছে এবং পাকিস্তানও একই কাজ করছে।

এই সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প অতীতের দাবির পুনরাবৃত্তি করে বলেন, মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান একটি পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে ছিল, যা তিনি বাণিজ্য এবং শুল্কের মাধ্যমে থামিয়ে দেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, যদি আমি হস্তক্ষেপ না করতাম তবে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যেত। কারণ ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে একটি পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছিল। এটি একটি খারাপ যুদ্ধ ছিল। সব জায়গায় বিমান গুলি করে নামানো হচ্ছিল। আমি দুই দেশকেই বলেছিলাম, তোমরা যদি না থামো তবে আমেরিকার সাথে কোনও ব্যবসা করতে পারবে না।

ট্রাম্পের দাবি, পারমাণবিক অস্ত্রধারী দেশগুলি প্রকাশ্যে স্বীকার করে না, তারা মাটির অনেক গভীরে পরীক্ষা করে, যেখানে লোকেরা ঠিক বুঝতে পারে না যে কী পরীক্ষা হচ্ছে। সামান্য কম্পন অনুভব করা যায়। যদিও গ্লোবাল মনিটরিং স্টেশনগুলি ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক বিস্ফোরণের কারণে সৃষ্ট ভূমিকম্পের মতো তরঙ্গ শনাক্ত করে, কিন্তু ট্রাম্প দাবি করেন যে এই ধরনের পরীক্ষাগুলি গোপনে করা যায়, যা শনাক্ত করা কার্যত অসম্ভব। তবে ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী যদি চিন এবং পাকিস্তান সত্যিই পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা করে থাকে, তবে তা ভারতের জন্য পরিস্থিতি আরও অস্থির করে তুলবে। কারণ ভারত কেবল 'নো-ফার্স্ট-ইউজ' নীতিই অনুসরণ করে না, ১৯৯৮ সালের পর থেকে কোনও পারমাণবিক পরীক্ষাও করেনি।

নাবালকদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষেধের আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি: ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে রাশ টানতে মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু সেই মামলা খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এক্ষেত্রে তুলে ধরা হয় প্রতিবেশী দেশ নেপালের জেন-জি আন্দোলনের তত্ত্ব।

ভারতে সোশ্যাল মিডিয়ার যথেচ্ছ ব্যবহারে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের মধ্যে খারাপ প্রভাবের অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন মধ্যপ্রদেশের এক সমাজকর্মী। সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে তাঁর আইনজীবী বলেন, ইতিমধ্যেই ভারতে ২০ কোটির বেশি পর্নোগ্রাফি ভিডিও ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাতে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস পাচ্ছে নাবালকরা। এর অপব্যবহার হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে নাবালকদের সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার বন্ধের জন্য শীর্ষ আদালতের রায় দাবি করেন তিনি। তবে এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, এই ধরনের রায় আদালতের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমেই একমাত্র নিষেধাজ্ঞা লাগু করা সম্ভব বলে জানায় প্রধান বিচারপতি বি আর

গাভাই ও বিচারপতি কে ভি চন্দ্রনের বেঞ্চ। এর পাশাপাশি নেপালের ঘটনা উল্লেখ করে মামলা খারিজ করে শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, নেপালে এভাবেই সোশ্যাল মিডিয়া ব্যান করে দেওয়ার পর ক্ষোভে ফেটে পড়ে জেন-জি। মূলত সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্চবিত্ত, মন্ত্রী-পুত্রকন্যাদের বিলাসী জীবনযাপন ঢাকার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর ওলির প্রশাসন, সেসময় অভিযোগ ছিল জেন-জির। এরপরই পালাবদলের সাক্ষী হয় নেপাল। সেই উদাহরণ তুলেই নাবালকদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় নিষেধাজ্ঞার আর্জি খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট।

টাটা ট্রাস্টে চূড়ান্ত ক্ষমতা দখল: ট্রাস্টি বোর্ড থেকে অপসারিত মেহলি

নয়াদিল্লি: দেশের শীর্ষ কর্পোরেট গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ফের গড়াতে পারে আদালতে। টাটা গোষ্ঠীর পরিচালন পর্ষদে মতানৈক্য তীব্র হওয়ার পর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দ্বন্দ্বে রাশ টানার বার্তা দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরেও ঘটনাপ্রবাহ যে দিকে গড়াচ্ছে তাতে দুই পক্ষের সংঘাত যে আদালত পর্যন্ত যেতে পারে ইতিমধ্যেই সেই ইঙ্গিত উঠে এসেছে। ১৬ লক্ষ কোটি টাকার টাটা গোষ্ঠীর দাতব্য সংস্থা টাটা ট্রাস্টের ভিতরে ক্ষমতা দখলের লড়াই এখন আরও নাটকীয় মোড় নিয়েছে। সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলের মাধ্যমে প্রভাবশালী ট্রাস্টি মেহলি মিস্ত্রিকে গুরুত্বপূর্ণ বোর্ডগুলি থেকে আটকে দেওয়া হয়েছে। মেহলি মিস্ত্রি বোর্ডের লড়াইয়ে চেয়ারম্যান নোয়েল টাটা, প্রবীণ শিল্পপতি ভেনু শ্রীনিবাসন এবং প্রাক্তন প্রতিরক্ষা সচিব বিজয় সিংয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। গত ২৮ অক্টোবরের রিপোর্ট অনুযায়ী, নোয়েল টাটা, শ্রীনিবাসন এবং বিজয় সিংকে নিয়ে গঠিত একটি জোট স্যার দোরাবজি টাটা ট্রাস্ট এবং রতন টাটা ট্রাস্টের বোর্ডগুলিতে মেহলি মিস্ত্রিকে পুনর্নিয়োগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, যা তাঁর ট্রাস্টি পদ থেকে বিতাড়নের পথ খুলে দিতে পারে। এর পাশাপাশি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে আরও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে মিস্ত্রি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে যেতে পারেন।

এই বোর্ডরুমে নাটকীয় সংঘাতের ঘটনাটি এমন সময়ে ঘটল, যখন ট্রাস্টিদের মধ্যে বড়ধরনের মতপার্থক্য জনসমক্ষে আসার কয়েকদিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের দুই শীর্ষ পদাধিকারী—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন—নয়াদিল্লিতে নোয়েল টাটা, টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন এবং কয়েকজন ট্রাস্টির সাথে দেখা করেন। ট্রাস্টিদের মধ্যে বিভেদের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বিজয় সিংকে (৭৭) টাটা সন্সের বোর্ডে পুনর্নিয়োগের বিষয়টি। নোয়েল টাটার নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী (যাতে শ্রীনিবাসন ও সিং অন্তর্ভুক্ত) এই পুনর্নিয়োগের পক্ষে থাকলেও মিস্ত্রির নেতৃত্বাধীন অন্য দলটি (যেটিতে প্রাক্তন সিটিব্যাঙ্ক সিইও প্রমিত জাভেরি, পুণের জাহাঙ্গির হাসপাতালের

আদালতে যাওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত

চেয়ারম্যান এইচ সি জাহাঙ্গির এবং সিনিয়র আইনজীবী দারিয়াস খামবাটা অন্তর্ভুক্ত) এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছে। ফলস্বরূপ, সিংকে টাটা সন্সের বোর্ড থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। অন্য একটি বিতর্কের বিষয় ছিল, টাটা সন্সের সর্বজনীন তালিকাভুক্তি। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই) টাটা সন্সকে আপার-লেয়ার এনবিএফসি (নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানি) হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছিল, যার জন্য সংস্থাটিকে আইপিও-তে যেতে হবে। মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, কিছু ট্রাস্টি উদ্বিগ্ন যে একটি প্রাথমিক পাবলিক অফারিং তাদের ভেটো অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করবে এবং কোম্পানিকে অধিগ্রহণের ঝুঁকি এবং কঠোর নিয়মের সম্মুখীন করবে। টাটা সন্সের সর্বজনীন তালিকাভুক্তির জন্য আরবিআই-এর সময়সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ হয়ে যায়। টাটা সন্স ২০২৪ সালের অগাস্টে আরবিআই-এর কাছে তাদের এনবিএফসি লাইসেন্স সমর্পণ করে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিল যে এটি ঋণমুক্ত হোল্ডিং কোম্পানি হিসাবে চলতে থাকবে। মেহলি মিস্ত্রি হলেন টাটা গোষ্ঠীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাইরাস মিস্ত্রির সম্পর্কিত ভাই। তিনি প্রয়াত রতন টাটার অতি ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসাবে পরিচিত। কর্পোরেট ক্ষেত্রে তাঁকে একজন কঠোর পরিশ্রমী পেশাদার হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যিনি ট্রাস্টগুলির পরিচালনায় প্রচুর সময় ব্যয় করেন। কাজের জগতে তিনি তাঁর দৃঢ় নীতি, অসামান্য সততা, নিষ্ঠা ও প্রতিজ্ঞার জন্য প্রশংসিত। প্রকৃতপক্ষে, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী এইচ পি রনিনা বলেছিলেন যে টাটা সন্সের বোর্ডে টাটা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে মনোনীত হওয়ার জন্য মেহলি মিস্ত্রিই সঠিক ব্যক্তি ছিলেন। গত সপ্তাহে শ্রীনিবাসনকে সর্বসম্মতিক্রমে টাটা ট্রাস্টের আজীবন ট্রাস্টি করা হয়েছিল। কিন্তু অদ্ভুতভাবে, সেই ঐকমত্য মেহলি মিস্ত্রির ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। ট্রাস্টগুলি থেকে মেহলি মিস্ত্রির অপসারণের ফলে ভিতরের ভিন্নমত হয়তো আপাতত দমন করা হয়েছে, কিন্তু মিস্ত্রির সমর্থকরা এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ। টাটা সন্সের সর্বজনীন তালিকাভুক্তির বিষয়টি আবার সামনে আসবে। টাটা সন্সের ১৮.৩৭ শতাংশ শেয়ার ধারণকারী শাপুরজি পালোনজি (এসপি) পরিবার ১০ অক্টোবর পুনর্ব্যক্ত করে যে টাটা সন্সের একটি পাবলিক কোম্পানি হিসাবে তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত, যা কেবল প্রতিষ্ঠাতা জামশেদজি টাটার কাঙ্ক্ষিত স্বচ্ছতার চেতনাকেই তুলে ধরবে না, বরং কর্মচারী, বিনিয়োগকারী এবং ভারতের জনগণের মধ্যে আস্থা আরও শক্তিশালী করবে। এসপি গোষ্ঠী এই অবস্থানে অনড় থাকার ফলে টাটা ট্রাস্ট এবং বৃহত্তর টাটা গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘসময় ধরে মতপার্থক্য চলতে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

পৃথিবী থেকে ১৯০ আলোকবর্ষ দূরে এক দ্বৈত নক্ষত্র সিস্টেমে পৃথিবীর সমান তিনটি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এরমধ্যে দুটি গ্রহ একে অপরকে কাছাকাছি কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে। দ্বৈত নক্ষত্র সিস্টেমে জটিল গ্রহবিন্যাস থাকে না। নতুন গ্রহগুলোর সন্ধান পাওয়ায় সে ধারণা পরিবর্তন হয়েছে

এক অজেয় নারী মাদাম কুরি

মহীয়সী বিজ্ঞানী মেরি স্কলোডসকা কুরি সংক্ষেপে 'মেরি কুরি' বা 'মাদাম কুরি'। বিজ্ঞানজগৎ তাঁকে জানায় কুর্নিশ। তিনি ছিলেন মানবদরদিও। দুঃসহ বাধা ডিঙিয়ে পৌঁছেছিলেন সাফল্যের শিখরে। আগামী ৭ নভেম্বর তাঁর জন্মদিন। তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

'মেরি কুরি' বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিস্ময়ের সৃষ্টিকারী এক নাম। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বিজ্ঞানের দুটি শাখায় (পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে) নোবেল পুরস্কার পান। নারী হিসেবে প্রথম নোবেল জয়ের কৃতিত্ব তাঁরই।

পুরো নাম মেরি স্কলোডসকা কুরি। ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়। পোল্যান্ড তখন প্রুশিয়া, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া-শাসিত।১৮৬৭ সালের ৭ নভেম্বর রুশ শাসনাধীন ওয়ারস' শহরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম হয় তাঁর। মারিয়া বা মেরির ডাক নাম ছিল মানিয়া। তাঁর বাবা ব্লাদিস্লাভ শক্লোদোভস্কি একটি নামকরা কলেজের অধ্যাপক, মা একটি নামকরা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। তিন বোন এবং এক ভাইয়ের মধ্যে মানিয়া ছিলেন সবার ছোট। বাবা প্রতি সন্ধ্যায় পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আসর বসাতেন। তাই বিজ্ঞানে প্রতি ভালবাসাটা ছোট থেকেই শুরু হয়েছিল।

সংগ্রামময় জীবন

মানিয়ার জীবন খুব দুঃখের। তাঁর যখন ১০ বছর বয়স তখন মা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মায়ের মৃত্যুর পর কিছুদিন যেতে না যেতেই তাঁর বড় বোন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সেই সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ উত্তাল। সেই টানাপোড়েনে তৎকালীন সরকার তাঁর বাবাকে আগের চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়ে একটি নিম্ন শ্রেণির চাকরিতে নিয়োগ করে। চরম আর্থিক সংকটে পড়ে মেরি কুরির গোটা পরিবার। কিন্তু মেরি ও তাঁর বোন ব্রনিস্লা হাল ছাড়ার পাত্রী ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে চুক্তি হল যে, একজন আরেকজনের পড়াশোনার খরচ জোগাবে। সেই মতোই মেরি চাকরি করে বোনের পড়ার খরচ চালান এবং পরবর্তীতে তাঁর বোনের আর্থিক সহায়তায় মেরি বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার জন্য প্রথমে অস্ট্রিয়ার শাসনাধীনে ক্রাকো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। এত লড়াই মেরির বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহকে দমিয়ে রাখতে পারেনি।

মেরি ও পিয়ের কুরি

১৮৯১-এর শেষের দিকে মেরি পোল্যান্ড থেকে ফ্রান্সের উদ্দেশে পাড়ি দেন। তিনি প্যারিসের সোরবর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পদার্থবিজ্ঞানে, রসায়নে এবং অঙ্ক নিয়ে পড়াশুনো করেন। সেই সময়ও মেরি খুব আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে যান।

এরপর তিনি গ্যাব্রিয়েল লিপম্যানের গবেষণাগারে কাজ শুরু করেন। পোলিশ পদার্থবিদ অধ্যাপক জোজেফ কোভালস্কি মেরির খুব নিকটজন ছিলেন। তিনি জানতেন যে মেরির গবেষণা কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য বড় একটি গবেষণাগার প্রয়োজন। তাই তিনি পিয়েরের সঙ্গে মেরির পরিচয় করিয়ে দেন। কারণ তাঁদের গবেষণাগার ছিল। তাঁদের দেখা হওয়ার মুহূর্তেই পরস্পরকে ভাল লেগে যায়। কিন্তু তখনই কিছু প্রকাশ পায়নি। মেরি এবং পিয়ের দু'জনে মিলে চুম্বক গবেষণায় নিয়োজিত হন। এরপর ধীরে ধীরে সম্পর্ক বাড়ে এবং পরবর্তীকালে তাঁদের বিয়ে হয়।

গবেষণাগারে মেরি এবং পিয়ের কুরি

কুরি দম্পতির আবিষ্কার

১৮৯৮ সালে এই দম্পতি প্রথমে পিচব্লেন্ড থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পোলোনিয়াম এবং পরে রেডিয়াম আবিষ্কার করেন, যা ইউরেনিয়ামের থেকে দশ লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী। এই রেডিয়ামের ব্যবহার অপরিসীম। কুরি দম্পতি প্রমাণ করলেন যে, কোনও কোনও মৌলের পরমাণু ক্রমাগত ভেঙে গিয়ে রশ্মি বিকিরণ করে। এই বিকিরণ অন্য কোনও পদার্থ ভেদ করেও যেতে পারে। এই ধরনের পদার্থকে বলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ,

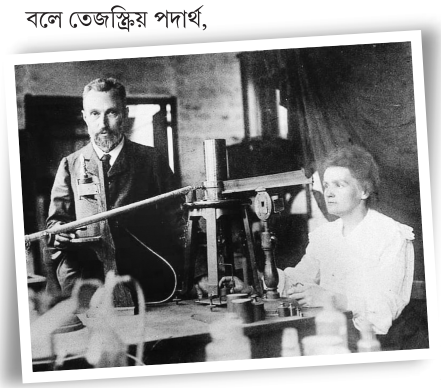

আর এই গুণকে বলে তেজস্ক্রিয়তা। মেরি এবং পিয়ের এজন্য ১৯০৩ সালে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পান।

মানবিক মুখ মেরি কুরি

বিয়ের মাত্র এগারো বছর পর এক মোটর দুর্ঘটনায় স্বামী পিয়ের কুরি প্রয়াত হন। ছোট-ছোট দুটো মেয়েকে বড় করে তোলার দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর কাঁধে। তাও বিজ্ঞান গবেষণার কাজ থেমে থাকেনি। ১৯১১ সালে প্রথম বিজ্ঞানী হিসেবে দ্বিতীয়বার নোবেল পুরস্কার পেলেন মেরি কুরি তবে এবার রসায়নে। এরপর মানবসেবায় নিজেকে উজাড় করে দিলেন। শুধু তেজস্ক্রিয় রশ্মির চরিত্র বিচার করা বা বিভিন্ন মৌল আবিষ্কারেই তাঁর গবেষণা সীমাবদ্ধ ছিলনা। তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে কীভাবে রোগ সারানোর কাজে ব্যবহার করা চলে,তাই নিয়ে বাকি জীবনের প্রায় সবটাই কাটিয়েছিলেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সীমিত সামর্থ্য আর লোকবল নিয়েও মেরি গিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সদ্য আবিষ্কৃত এক্স রশ্মির সাহায্যে ভাঙা হাড়ের চিকিৎসা করতে এবং অন্যান্য অসুখ-বিসুখে অসুস্থ সেনাদের পাশে দাঁড়াতে।

কিন্তু দিনরাত তেজস্ক্রিয় মৌল নিয়ে নাড়াচাড়ার ফল ভাল হল না। অচিরেই মৃত্যু হয় তাঁর। লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৪ সালের ৪ জুলাই এই মহীয়সী নারী পরলোক গমন করেন।

মেরি কুরির বিখ্যাত ডায়েরি

মেরি কুরির বিখ্যাত এবং বিপজ্জনক ডায়েরি। যে ডায়েরি আজও বিজ্ঞানী-গবেষক থেকে শুরু করে সাধারণের কাছে আকর্ষণের বস্তু। ডায়েরিটি রাখা রয়েছে ফ্রান্সের 'বিবলিওথেক ন্যাশনাল' নামে একটি প্রতিষ্ঠানে। কেন ডায়রিটি এত বিখ্যাত। আসলে মেরি কুরির ব্যবহৃত জিনিসপত্র অনুসন্ধান চালিয়ে ধরা পড়েছে তেজস্ক্রিয় রশ্মির অস্তিত্ব। যার মধ্যে রয়েছে তাঁর পড়াশুনোর টেবিল, অন্যান্য আসবাব, পোশাক, রান্নার সরঞ্জাম এবং ওই ডায়েরিটি। যার গায়ে লেগে রয়েছে রেডিয়ামের এক আইসোটোপ, যার ভরসংখ্যা ২২৬। এই ডায়েরি দেখতে দেওয়া হয় বিশেষ অনুমোদন সাপেক্ষে। যাঁরা দেখতে যান তাঁদের এই মর্মে লিখতে হয় এই কাজের জন্য আমার যা ক্ষতি হবে, তার জন্য শুধুই আমিই দায়ী। ডায়েরির কাছে যাওয়া এতটাই বিপজ্জনক যে তাঁদের পরতে হয় বিশেষ এক ধরনের পোশাক।

মারি কুরির ডায়েরিতে লেগে থাকা ওই বিশেষ মৌলের আইসোটোপের অর্ধেক আয়ু ১৬০০ বছর। এর অর্থ হল নির্দিষ্ট পরিমাণ ওই পদার্থের মধ্যে যতগুলো তেজস্ক্রিয় কণা রয়েছে, সেটার সংখ্যা ১৬০০ বছর পর কমে অর্ধেক হয়ে যাবে। তখন হয়তো ওই ডায়েরিতে হাত দেওয়া যেতে পারে, খুব একটা ক্ষতিকর হবে না। এই কারণে মৃত্যুর পর মেরি কুরির দেহ সীসার তৈরি বদ্ধ কফিনে সমাহিত করা হয়। কারণ সীসাই হল একমাত্র ধাতু, যে কোনও তেজস্ক্রিয় মৌল ক্ষয় হতে হতে একসময় এই ধাতুতেই পরিণত হয়। তাছাড়া সীসা পারে বেশিরভাগ তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে (বা গামা এবং এক্স রশ্মিকেও) শোষণ করে নিতে।

মাঠে ময়দানে
4 November, 2025 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৩০৮ রান করেও মেডেল পেলেন না প্রতিকা রাওয়াল। যেহেতু তিনি শেষ দুই ম্যাচে ১৫ জনের দলে ছিলেন না

ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে দেবে এই জয়

মুহূর্ত উপভোগ করো, বললেন কোচ অমল

ভারতীয় দলে খেলা হয়নি অমল মুজুমদারের। আফসোস কাটল বিশ্বকাপ হাতে তুলে।

মুম্বই, ৩ নভেম্বর : ভীষণ গর্ব হচ্ছে। আমি কথা হারিয়ে ফেলেছি। বিশ্বকাপ জেতার পর এটাই ছিল ভারতীয় কোচ অমল মুজুমদারের প্রতিক্রিয়া।

তিনি বলেছেন, কাপ জয়ের প্রতিটি মুহূর্ত এই মেয়েরা উপভোগ করুক। পরিশ্রম ও নিজেদের উপর বিশ্বাস রেখে এরা প্রতিটি ভারতীয়কে গর্বিত করেছে।

গ্রুপ স্টেজে ভারত কয়েকটি ম্যাচে হেরেছে। কিন্তু অমল বলেছেন তাঁরা এই হারগুলিকে সেভাবে দেখেননি। তাঁর বক্তব্য হল, আমরা এই হেরে যাওয়া ম্যাচগুলিতেও ভাল খেলেছি। হয়তো জিতে ফিরতে পারিনি। ম্যাচ ফিনিশ করে আসতে পারিনি। কিন্তু একবার যখন সেটা পেরেছি তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।

মেয়েদের দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে অমল কিন্তু পর্দার আড়ালেই বেশি কাজ করেছেন। কখনও প্রচারের আলোয় আসতে চান না। শচীন তেন্ডুলকরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অমল অল্পের জন্য জাতীয় দলের হয়ে খেলতে পারেননি। তবে তাঁর আফসোস এবার অন্তত মিটল। প্রথম ভারতীয় কোচ হিসাবে মেয়েদের বিশ্বকাপ জিতলেন মুম্বইয়ের এই প্রাক্তন ক্রিকেটার।

অমল আরও বলেছেন, হরমনপ্রীতদের এই জয়ের প্রভাব আগামী কয়েক দশকের উপর পড়বে। ভারতের মহিলা ক্রিকেটকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। শেফালি ভার্মাকে নিয়ে তিনি বলেছেন, সেমিফাইনাল বা ফাইনাল, শেফালি সামনে থেকে লড়াই করেছে। রান করেছে। উইকেট নিয়েছে। ক্যাচ নিয়েছে। এটা হল কমপ্লিট পারফরম্যান্স। এর থেকে গর্বের কিছু হয় না।

ঘরের মেয়েকে নিয়ে গর্বিত তাজের শহর

আগ্রা, ৩ নভেম্বর : ঘরের মেয়ে বিশ্বকাপের সেরা ক্রিকেটারের সম্মান পেয়েছে। উৎসবে মেতে উঠেছে তাজমহলের শহর আগ্রা। তিনি দীপ্তি শর্মা। বিশ্বকাপ ফাইনালে লড়াকু হাফ সেঞ্চুরির পর, বল হাতে নিয়েছেন পাঁচ উইকেট। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারিও (২২টি) তিনি। এছাড়া ব্যাট হাতে করেছেন মোট ২১৫ রান। আগ্রার শাস্ত্রীপুরম অঞ্চলে বাড়ি দীপ্তির। বাবা ভগবান শর্মা ভারতীয় রেলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। মা সুশীলা শর্মা ছিলেন শিক্ষিকা। রবিবার রাত থেকেই গোটা পাড়ায় উৎসবের আমেজ। ঘরের মেয়ের সাফল্যে গর্বিত প্রতিবেশীদের মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে আনাগোনা চলছেই। প্রত্যেকের মুখে একটাই কথা— আগ্রা কি বেটি নে কামাল কর দিয়া। আবেগে ভাসছেন দীপ্তির মা-বাবাও। রবিবার রাতে সবাই মিলে টিভির পর্দায় মেয়ের বিশ্বজয়ের মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন। সুশীলা দেবী বলছেন, টিম ইন্ডিয়ার প্রত্যেকেই আমার মেয়ে। ওরা আমার মুখ উজ্জ্বল করেছে। আমি ও দীপ্তি ঈশ্বরের যত সেবা করেছি, তা আজ সফল হয়েছে। দীপ্তির বাবা আবার বলছেন, আমি মেয়ের জন্য গর্বিত। ও শুধু আমাদের নয়, গোটা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। যাঁকে নিয়ে এত মাতামাতি, সেই দীপ্তি বলছেন, আশা করি, আমরা আরও বেশি করে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার সুযোগ পাব। আমাদের এই জয় যেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের জন্য নতুন পথ খুলে দেয়।

জেমাইমাদের টিম সং না লেনা কোই পাঙ্গা

২২ গজে ট্রফি রেখে টিম সং জেমাইমাদের মুখে। রবিবার মুম্বইয়ে।

মুম্বই, ৩ নভেম্বর : দীর্ঘ চার বছর ধরে লুকিয়ে রেখেছিলেন সেই গান। অপেক্ষায় ছিলেন, কবে বিশ্বকাপ জিতবেন। রবিবার বিশ্বজয়ের জয়ের পর প্রকাশ্যে এল হরমনপ্রীত কৌরদের টিম সং।

সোমবার বিসিসিআইয়ের এক্স হ্যান্ডেলে সেই গানের ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে পিচের উপরে ট্রফি নিয়ে একত্রিত হয়েছে গোটা দল। রয়েছেন কোচ অমল মুজুমদার-সহ বাকি কোচিং স্টাফরাও। জেমাইমা রডরিগেজকে বলতে শোনা গিয়েছে, চার বছর আগেই আমরা ঠিক করেছিলাম, বিশ্বকাপ জিতলে পিচের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের টিম সং সবাইকে শোনাব। আজ সেই রাত। সবাই তৈরি তো? তা শুনে বাকিরা চিৎকার করে জানান, তাঁরা তৈরি। এর পরেই সবাই মিলে কোরাসে গান গাইতে থাকেন। উইমেন ইন ব্লু-দের টিম সংয়ের কথা হল— টিম ইন্ডিয়া। টিম ইন্ডিয়া। কর দে সবকি হাওয়া টাইট। ইন্ডিয়া ইজ হিয়ার টু ফাইট। কোই না লেগা হামকো লাইট। আওয়ার ফিউচার ইজ ব্রাইট। গানের পরের লাইনগুলো এমন— সাথ মে চলেঙ্গে, সাথ মে উঠেঙ্গে। হাম হ্যায় টিম ইন্ডিয়া। হাম সাথ মে জিতেঙ্গে। না লেনা কোই পাঙ্গা। কর দে সবকো নাঙ্গা। রহেগা সবসে উপর হামারা তিরঙ্গা। হাম হ্যায় টিম ইন্ডিয়া। হাম হ্যায় টিম ইন্ডিয়া। গান শেষ হওয়ার পর ফের ট্রফি নিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়েন সবাই।

এদিকে, বিশ্বকাপ জয়ের ২৪ ঘণ্টা পরেও জেমাইমারা বিশ্বাস করতে পারছেন না, স্বপ্নপূরণ হয়েছে। সোমবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়াতে ছবি পোস্ট করেছেন জেমাইমা। সেখানে দেখা যাচ্ছে, হোটেলের বিছানায় তিনি এবং স্মৃতি মান্ধানা ট্রফি নিয়ে শুয়ে রয়েছেন। ক্যাপশনে জেমাইমা লিখেছেন, গোটা বিশ্বকে শুভ সকাল। সঙ্গে আরও একটি ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। সেখানে জেমাইমা ও স্মৃতি ছাড়া রয়েছেন রাধা যাদব ও অরুন্ধতী রেড্ডি। ওই ছবির ক্যাপশনে জেমাইমা লিখেছেন, এখনও কি স্বপ্ন দেখছি?

ক্রিকেট সবার খেলা, বার্তা হরমনপ্রীতের

নয়াদিল্লি, ১ নভেম্বর : বিশ্বজয় করেই লিঙ্গবৈষম্য ঘোচানোর জোরালো বার্তা দিলেন হরমনপ্রীত কৌর। ক্রিকেট সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে—'জেন্টেলম্যানস গেম'। অর্থাৎ ভদ্রলোকের খেলা। চিরাচরিত এই উক্তি কার্যত উড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

সোমবার সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি ছবি পোস্ট করেছেন হরমনপ্রীত। সেখানে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বকাপ ট্রফিকে জড়িয়ে ধরে বিছানায় ঘুমিয়ে রয়েছেন তিনি। তাঁর টি-শার্টের পিঠে লেখা— ক্রিকেট ইজ আ জেন্টেলম্যানস এভরিওয়ানস গেম। কিন্তু আ জেন্টেলম্যানস অংশটি কেটে দেওয়া।

নিজের এই ছবির ক্যাপশনে হরমনপ্রীত লিখেছেন, কোটি কোটি মানুষের কিছু স্বপ্ন থাকে। তাই ক্রিকেট সবার খেলা। এই ছবির মাধ্যমে বিশ্বজয়ী অধিনায়ক স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, এখন আর ক্রিকেটকে শুধু ছেলেদের খেলা বলা যাবে না। ২২ গজের দুনিয়া এখন ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সবার।

প্রসঙ্গত, রবিবার রাতে বিশ্বকাপ নিয়ে উৎসবের মধ্যেও পূর্বসুরিদের ভোলেননি হরমনপ্রীতরা। মাঠে ছিলেন তিন প্রাক্তন অধিনায়ক অঞ্জুম চোপড়া, মিতালি রাজ এবং

বিশ্বকাপ হাতে নিয়ে টি-শার্টে বার্তা।

এখন আর ক্রিকেটকে শুধু ছেলেদের খেলা বলা যাবে না। ২২ গজের দুনিয়া এখন ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে সবার

ঝুলন গোস্বামী। তিনজনকেই ডেকে নেন হরমনপ্রীতরা। তাঁদের হাতে ট্রফি তুলে দেন। উত্তরসূরিদের সঙ্গে সমানভাবে উৎসবে মেতে ওঠেন মিতালি-ঝুলন-অঞ্জুমরাও। আবেগে ভেসে যান। খেলোয়াড় জীবনে তিনজনেই বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেও ট্রফি জিততে পারেননি। তিন প্রাক্তনীর সেই আক্ষেপ সুদে-আসলে মিটিয়ে দিলেন হরমনপ্রীতরা।

এদিকে, চলতি বছরে আর কোনও খেলা নেই বিশ্বজয়ী দলের। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবেন হরমনপ্রীতরা। সেখানে একটি টেস্ট, তিনটি ওয়ান ডে এবং তিনটি টি-২০ ম্যাচ খেলবেন। আড়াই মাসের অস্ট্রেলিয়া সফরের পর, হরমনপ্রীতরা যাবেন ইংল্যান্ড সফরে। প্রথম দফায় ২৮ মে থেকে ২ জুন, তিনটি টি-২০ ম্যাচ খেলবে ভারত। এরপর ইংল্যান্ডেই টি-২০ বিশ্বকাপ খেলবেন হরমনপ্রীতরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

4 November, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৪ নভেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার

প্রথম বাঙালি ক্রিকেটার হিসেবে বিশ্বকাপ জিতলেন রিচা। ট্রফি হাতে ভারতীয় দলের উইকেটকিপার

ইয়ামাল-র‍্যাশফোর্ডে দুরন্ত জয় বার্সেলোনার

বার্সেলোনা, ৩ নভেম্বর : দুরন্ত লামিনে ইয়ামাল ও মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। দুই তারকার যুগলবন্দিতে ঝলমলে বার্সেলোনাও। লা লিগার ম্যাচে বার্সা ৩-১ গোলে হারিয়েছে এলচেকে। এই জয়ের সুবাদে ১১ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার দ্বিতীয় স্থান নিজেদের দখলে রেখে দিল বার্সেলোনা।

সাম্প্রতিক সময়টা খুব একটা ভাল কাটছিল না ইয়ামালের। শেষ তিন ম্যাচে গোল নেই। এল ক্লাসিকোতেও নিষ্প্রভ ছিলেন। উল্টে রিয়াল মাদ্রিদকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে প্রবল সমালোচিত হচ্ছিলেন। সব মিলিয়ে বেশ চাপে ছিলেন ১৮ বছর বয়সি স্প্যানিশ তারকা। যদিও এলচের বিরুদ্ধে চেনা ফর্মেই দেখা গেল ইয়ামালকে। দুরন্ত ফুটবল উপহার দেওয়ার পাশাপাশি ম্যাচের ৯ মিনিটেই গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ইয়ামাল।

দারুণ খেললেন র‍্যাশফোর্ডও। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে লোনে বার্সেলোনাতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই র‍্যাশফোর্ডের পায়ে পুরনো ফর্মের ঝলক। এদিন ম্যাচের ৬১ মিনিটে দলের তৃতীয় গোলটি করেন তিনিই। তার আগেই অবশ্য ১১ মিনিটে ফেরান তোরেসের গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল বার্সা। তবে ৪২ মিনিটে

এলচের হয়ে ব্যবধান কমিয়েছিলেন রাফা মির।

ওই পরিস্থিতিতে র‍্যাশফোর্ডের গোল দলের তিন পয়েন্ট নিশ্চিত করে দেয়। চলতি মরশুমে সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে বার্সেলোনার জার্সিতে ১৪ ম্যাচে ৬টি গোল হয়ে গেল র‍্যাশফোর্ডের। অ্যাসিস্ট করেছেন সাতটি। ম্যাচের পর র‍্যাশফোর্ড বলেছেন, আমি মাঠে নেমে নিজের সেরাটাই দেওয়ার চেষ্টা করি। দলের সাফল্যে অবদান রাখতে চাই। নিজে গোল পেলে যেমন ভাল লাগে। তেমনই সতীর্থদের দিয়ে গোল করিয়েও আনন্দ পাই।

শ্রীনগরে খেলতে এসে গেইলরা হোটেলে আটক

শ্রীনগর, ৩ নভেম্বর : কাশ্মীরে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের নিয়ে আয়োজিত ইন্ডিয়ান হেভন প্রিমিয়ার লিগ খেলতে এসে বিপাকে ক্রিস গেইল-সহ একাধিক ক্রিকেটাররা। কারণ হোটেলের বিরাট অঙ্কের বিল না চুকিয়েই পালিয়েছে টুর্নামেন্টের আয়োজকরা! বিল না পেয়ে, তারকা ক্রিকেটারদের দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখে হোটেল কর্তৃপক্ষ। পরে অবশ্য সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে। চেক আউট করতে পেরেছেন ক্রিকেটাররা। এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী আটটি দলের জন্য মোট ৩২ জন প্রাক্তন ক্রিকেট তারকাকে সই করিয়েছিল আয়োজকরা। এই তালিকায় গেইল ছাড়াও রয়েছেন মার্টিন গাপটিল, জেসি রাইডারের মতো নামী ক্রিকেটার। বিরাট অঙ্কের অর্থ লাভের স্বপ্ন দেখেছিল আয়োজকরা। তাদের আশা ছিল, প্রতিটি ম্যাচে মাঠে অন্তত ২৫ থেকে ৩০ হাজার দর্শক হবে। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয়নি। ফলে বিপুল লোকসান হয় আয়োজকদের। হাতের অর্থ শেষ হতেই তারা হোটেলের বিল না চুকিয়ে চম্পট দেয়। এই ঘটনায় ঘোর বিপাকে গেইলরা। লিগও আচমকাই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ক্রিকেটারদের সঙ্গেও আইনিভাবে আর্থিক চুক্তি করা হয়নি। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে এই নিয়ে কিছুই করা হয়নি। খোঁজ মেলেনি বেপাত্তা আয়োজকদেরও।

গিল-কাঁটা নিয়েই গোল্ডকোস্টে সূর্যরা

শেষ দুই ম্যাচে নেই হেড

শুভমনের ফর্ম চিন্তায় রেখেছে।

গোল্ডকোস্ট, ৩ নভেম্বর : চতুর্থ টি-২০ ম্যাচ খেলতে, সোমবারই গোল্ডকোস্টে পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। পাঁচ ম্যাচের সিরিজ আপাতত ১-১। ক্যানবেরায় প্রথম ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। মেলবোর্নের দ্বিতীয় ম্যাচ অস্ট্রেলিয়া জিতলেও, হোবার্টে জিতে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছেন সূর্যকুমার যাদবরা। বৃহস্পতিবার গোল্ডকোস্টে ম্যাচ। শনিবার ব্রিসবেনে সিরিজের পঞ্চম তথা চূড়ান্ত ম্যাচ।

তবে চতুর্থ ম্যাচের আগে ভারতীয় শিবিরকে চিন্তায় রাখছে অধিনায়ক এবং সহ-অধিনায়কের ফর্ম। সূর্য এবং শুভমন গিল। ৩ ম্যাচে সূর্যর ব্যাট থেকে এসেছে মাত্র ৬৪ রান। সমান ম্যাচে গিলের মোট রান ৫৭! গোল্ডকোস্টে তাই দু'জনের ব্যাট থেকেই বড় রান চাইছে দল। কয়েক মাস পরেই টি-২০ বিশ্বকাপ। তার আগে গিলের ফর্ম ক্রমশ মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ভারতীয় শিবিরের। এদিকে, সিরিজের শেষ দুই ম্যাচে ট্রাভিস হেডকে পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া। অ্যাসেজ সিরিজের প্রস্তুতির জন্য তাঁকে শিবির থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ২১ নভেম্বর থেকে শুরু হবে অ্যাসেজ। তার আগে হেড ১০ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা শেফিল্ড শিল্ডের চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচ খেলবেন। ভারতের বিরুদ্ধে বরাবরই ভাল খেলেন হেড। কিন্তু এই সিরিজে বাঁ হাতি অস্ট্রেলীয় ওপেনার বড় রান করতে পারেননি। হেডের অনুপস্থিতিতে সিরিজের শেষ দু'টি ম্যাচে মিচেল মার্শের সঙ্গে ওপেন করতে পারেন জস ফিলিপে। এদিকে, গোল্ডকোস্টেই আড়াই মাস পর অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে মাঠে দেখা যাবে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে।

ভারতও আবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজের কথা মাথায় রেখে কুলদীপ যাদবকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। বিসিসিআই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের বিরুদ্ধে ভারত এ দলের হয়ে চারদিনের ম্যাচ খেলে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রস্তুতি নেবেন কুলদীপ।

মাঠে নেইমার

সাও পাওলো : ৪৩ দিন এবং ৯টি ম্যাচ পর ফের মাঠে ফিরলেন নেইমার দ্য সিলভা। গত ১৮ সেপ্টেম্বর ক্লাবের প্র্যাকটিসে উরুতে চোট পেয়েছিলেন ব্রাজিলীয় তারকা। তার পর থেকেই ছিলেন মাঠের বাইরে। অবশেষে স্যান্টোসের হয়ে ব্রাজিলীয় শীর্ষ লিগে ফোর্তালেজার বিরুদ্ধে পরিবর্ত হিসাবে দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামেন নেইমার। সব মিলিয়ে মাঠে ছিলেন মাত্র ২৩ মিনিট। তবে এরই মধ্যে পুরনো ফর্মের ঝলক দেখা গিয়েছে তাঁর পায়ে। ম্যাচটা ১-১ ড্র হলেও, সংযুক্ত সময়ের শেষদিকে ফ্রি-কিক থেকে প্রায় গোল করে ফেলেছিলেন নেইমার।

ধৃত ক্লাবকর্তা

প্রতিবেদন : ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করল খিদিরপুর ক্লাবের অন্যতম কর্তা আকাশ দাস ও মিডিয়া ম্যানেজার রাহুল সাহাকে। দু'জনকেই ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরেই খিদিরপুর বনাম মেসারার্স ম্যাচে গড়াপেটার অভিযোগ উঠেছিল। এরপর পুলিশের হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়া হয়। আইএফএ-এর তরফে জানানো হয়েছে, পুলিশকে সব ধরনের সাহায্য করা হবে। তবে খিদিরপুর ক্লাবের অন্যান্য কর্তাদের দাবি, অর্থাভাবের জন্যই আকাশের হাতে দল তুলে দেওয়া হয়েছিল।

রোহিতই টি-২০-তে বদল এনেছে : দ্রাবিড়

মুম্বই, ৩ নভেম্বর : ভারতের প্রাক্তন হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন রোহিত শর্মাকে। ভারতীয় টি-২০ দলের বিবর্তনের পিছনে রোহিতকেই কৃতিত্ব দিলেন দ্রাবিড়। সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে ভয়ডরহীন মানসকিতা নিয়ে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের পিছনে হিটম্যানের অবদান মানছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ।

দ্রাবিড়ের কোচিংয়েই ১৭ বছর পর টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। অধিনায়ক রোহিতের সঙ্গে তাঁর জুটিতেই আইসিসি টুর্নামেন্ট জয়ের দীর্ঘ খরাও কাটিয়েছে মেন ইন ব্লু। দ্রাবিড় বলেছেন, আমার আগে কী হয়েছিল, বলতে পারব না। কিন্তু আমি যখন ভারতীয় দলের দায়িত্ব নিই, তখন অনেক আলোচনা করি রোহিতের সঙ্গে। আরও বেশি আগ্রাসী ক্রিকেট আমরা খেলতে চেয়েছিলাম। রোহিতের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি, সময়ের সঙ্গে ক্রিকেট অনেক বদলে যাচ্ছে। টি-২০ ফরম্যাটে ভয়ডরহীন মানসিকতায় আগ্রাসী ক্রিকেট খেলা এবং ইতিবাচক থাকাটা জরুরি। ভারতীয় দলকে এই মানসিকতায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বড় কৃতিত্ব প্রাপ্য রোহিতের।

দ্রাবিড় মনে করছেন, ভারতের ইতিবাচক মানসিকতা এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব আধুনিক টি-২০ ব্যাটিংয়ের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছে। প্রাক্তন কোচের কথায়, আমরা সেই পর্যায়ে এগিয়ে চলেছি, যেখানে টি-২০ ক্রিকেটের চেহারা, মেজাজ আক্ষরিক অর্থেই বদলে দিচ্ছে ভারত। ব্যাটিংয়ের স্তর এখন কোনও বাঁধাধরা সীমানার বাইরে। ৩০০-র কাছাকাছি স্কোরও হচ্ছে। বাকি দলগুলি তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছে। মাত্র তিন-চার বছরের মধ্যে বাকিরা ভারতের দিকে তাকিয়ে বলছে, আমাদের এটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। দ্রাবিড় মনে করছেন, কোচেরা আত্মবিশ্বাস দিতে পারে খেলোয়াড়দের। সাফল্যের আসল কৃতিত্ব অধিনায়ক এবং খেলোয়াড়দের।

হনুমায় এগোচ্ছে ত্রিপুরা

শামি একশোভাগ ফিট : অভিষেক

প্রতিবেদন : ত্রিপুরার বিরুদ্ধে সরাসরি জয়ের আশা কমছে বাংলার। লড়াই এখন প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার। তাহলে অন্তত ৩ পয়েন্ট আসবে বাংলার ঘরে।

সোমবার আগরতলায় তৃতীয় দিনের শেষে ত্রিপুরা ৭ উইকেটে ২৭৩ রান তুলেছে। তারা এখনও বাংলার থেকে ৬৩ রানে পিছিয়ে। তবে হনুমা বিহারী ১২১ রানে পরাজিত রয়েছেন। এটাই চাপের কারণ অভিষেক পোড়েলদের জন্য। অন্ধ্রপ্রদেশের ক্রিকেটার হনুমা ভারতীয় টেস্ট দলে খেলেছেন। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সঙ্গে গন্ডগোলের জেরে তিনি ত্রিপুরাতে যোগ দিয়েছেন। এদিন বাংলার বোলারদের বিরুদ্ধে তিনি দারুণ ব্যাট করলেন।

সাত নম্বর ব্যাটার হিসাবে বিজয় শঙ্কর যখন ৩৪ রানে আউট হয়েছিলেন, তখন ত্রিপুরার রান ছিল ২০০। তখন মনে হচ্ছিল তাড়াতাড়ি তাদের ইনিংস গুটিয়ে যাবে। কিন্তু এরপর অপরাজিত অষ্টম উইকেটে হনুমা ও অধিনায়ক মণিশঙ্কর মুরাসিং মিলে ৭৩ রান জুড়ে বাংলাকে উল্টো চাপে ফেলে দেন। মণিশঙ্কর নট আউট রয়েছেন ৪২ রানে। বাংলার বোলারদের মধ্যে মহম্মদ কাইফ ৫৩ রানে ৪

কাইফের ৪ উইকেট।

উইকেট নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর দাদা শামি ১৯ ওভারে ৭০ রান দিয়েও কোনও উইকেট পাননি। একটি করে উইকেট নিয়েছেন ঈশান, শাহবাজ ও রাহুল প্রসাদ। এর আগে বাংলা আগের দিনের ৩৩৬ রানে ইনিংস শেষ করেছিল।

এদিকে, বাংলার অধিনায়ক অভিষেক পোড়েল একটি ওয়েবসাইটকে বলেছেন, শামি এখন একশোভাগ ফিট। তিনি বলেন, শেষ দুটি ম্যাচে শামি যেভাবে বল করেছেন সেটা অসাধারণ। এরকম স্পেল খুব কম বোলার করতে পারবে। বিশেষ করে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ দিন সকালে শামি যে বোলিং করেছেন সেটা ছিল দুর্দান্ত। একজন ঘরোয়া ক্রিকেটের বোলার আর কিংবদন্তি বোলারের মধ্যে এটাই ছিল পার্থক্য। অভিষেক আরও জানান শামি এখন ফর্মের চূড়ান্ত স্থানে অবস্থান করছেন। বল করেই মাঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন না। তিনি এখন একশোভাগ ফিট। শামির সামান্যতম চোটও নেই।

মাঠে ময়দানে
4 November, 2025 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিশ্বকাপ জয়ের পর ১০৫ দিন কোনও খেলা নেই হরমনপ্রীতদের। ফেব্রুয়ারিতে যাবেন অস্ট্রেলিয়া সফরে

হুড খোলা বাস নয়, সংবর্ধনাও পরে

বিশ্বকাপ জেতায় হরমনপ্রীতদের বোর্ড দিচ্ছে ৫১ কোটি, আইসিসি দিয়েছে ৩৯ কোটি ৭৮ লক্ষ

ইন্ডিয়া গেটের সামনে বিশ্বকাপ হাতে অধিনায়ক হরমনপ্রীতের ফটোশেসন। মাঝখানে ভাবী স্বামী পলাশের সঙ্গে স্মৃতি। ডানদিকে জয়ের দুই নায়ক রিচা ও শেফালি ভার্মা। মুম্বইয়ের ছবি।

মুম্বই, ৩ নভেম্বর : বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে পুরস্কারমূল্য হিসাবে ৩৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা পেয়েছে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। ২০২৩ সালে পুরুষদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলিয়া পেয়েছিল সাড়ে ৩৫ কোটি টাকা। হরমনপ্রীত কৌররা তার থেকেও বেশি অর্থ পেলেন চ্যাম্পিয়ন হয়ে।

পাশাপাশি বিসিসিআই আরও ৫১ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। তবে টি-২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় পুরুষ দলকে ১২৫ কোটি টাকা দিয়েছিল বোর্ড। ফলে মেয়েদের ক্ষেত্রে কেন এতখানি বৈষম্য, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গত বছর রোহিত শর্মারা টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার পর, হুড খোলা বাসে সেলিব্রেশন হয়েছিল। হরমনদের নিয়েও তেমনই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের ভাবনা রয়েছে বোর্ডকর্তাদের। তবে বোর্ড সূত্রের খবর, রোহিতদের মতো মেয়েদের হুড খোলা বাসে করে পথ পরিক্রমা সম্ভবত হবে না।

তবে আগামী ৭ নভেম্বরের পর এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বজয়ী মহিলা দলকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। যদিও অনুষ্ঠানের দিন এবং স্থান এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ৪ থেকে ৭ নভেম্বর দুবাইয়ে আইসিসি বৈঠক রয়েছে। বিসিসিআইয়ের শীর্ষকর্তারা ওই বৈঠকে যোগ দেবেন। তাঁরা দেশে ফেরার পরেই অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ এবং ভেনু চূড়ান্ত হবে।

প্রসঙ্গত, এবারের মেয়েদের বিশ্বকাপের পুরস্কারমূল্য অনেকটাই বেড়েছে। গতবার চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল পেয়েছিল যথাক্রমে ১১ এবং ৫ কোটি। এবারের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের পুরস্কারমূল্য যথাক্রমে ২৩৯ শতাংশ ও ২৭২ শতাংশ বেড়েছে! এবারের দুই সেমিফাইনালিস্ট অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড পেয়েছে ৯.৩ কোটি টাকা করে। গতবারের সেমিফাইনালিস্টরা পেয়েছিল ২.৫ কোটি করে।

বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দল পেয়েছে ২ কোটি করে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে শেষ করা দু'টি দল পেয়েছে ৫.৮ কোটি করে। সপ্তম এবং অষ্টম স্থানে শেষ করা দুই দল পেয়েছে ২.৩ কোটি করে। গ্রুপ পর্বে প্রতিটি ম্যাচ জেতার জন্য ২৮ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

রূপকথায় মজে শচীন, সানি, বিরাটরা

কাপ হাতছাড়া করছেন না জেমাইমা, স্মৃতি, অরুন্ধতী ও রাধারা।

মুম্বই, ৩ নভেম্বর : এই রূপকথা রাজকন্যেদের! এখানে কোনও রাজপুত্র নেই। প্রথমবার মেয়েদের বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়েছেন হরমনপ্রীত কৌর অ্যান্ড কোং। ঐতিহাসিক সাফল্যের ঘোর এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি গোটা ভারত। দেশজুড়ে চলছে উৎসব।

ক্যাপ্টেন হ্যারিদের বিশ্বজয়ের আবেগে ভেসে গিয়েছেন সুনীল গাভাসকর, শচীন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলিরাও। '৮৩-র বিশ্বজয়ী দলের অন্যতম সদস্য কিংবদন্তি গাভাসকর বলছেন, অসাধারণ একটা জয়। আমাদের মেয়েরা এই দিনটার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে। আগে দু'বার ফাইনালে উঠেও চূড়ান্ত সাফল্য আসেনি। কিন্তু এবার হরমনপ্রীতরা সেই সীমা পার করেছে। গ্রুপ পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকা আমাদের হারিয়েছিল। ফাইনালে ওদের হারিয়ে আমাদের মেয়েরা দারুণ জবাব দিল।

উচ্ছ্বসিত সানি আরও বলেছেন, বহু যুগে একবার এমন জয় আসে। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এটা অন্যতম সেরা সাফল্য। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া এবং ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে আমাদের মেয়েরা যেভাবে হারিয়েছে, সেটা অবিশ্বাস্য। কয়েকটা ক্যাচ মিস হয়েছে ঠিকই। তবে শেষ পর্যন্ত আমরাই চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। তাই এক-আধটা ক্যাচ মিস হলে কিছু এসে-যায় না।

উইমেন ইন ব্লু-দের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত শচীনও। এক্স হ্যান্ডেলে মাস্টার-ব্লাস্টার লিখেছেন, ১৯৮৩ আমাদের এক প্রজন্মকে বড় স্বপ্ন দেখতে এবং সেই স্বপ্নকে তাড়া করতে প্রেরণা জুগিয়েছিল। আমাদের মহিলা ক্রিকেট দলও স্বপ্ন সত্যি করে দেখাল। ওদের এই সাফল্য দেশের অসংখ্য কিশোরীকে অনুপ্রাণিত করবে ব্যাট ও বল হাতে তুলে নিতে। এই কিশোরীরাও বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, একদিন ওরাও বিশ্বকাপ জিতে দেশকে গর্বিত করবে। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের এটি এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। অভিনন্দন টিম ইন্ডিয়া। তোমরা গোটা দেশকে গর্বিত করেছ।

আবেগের শিকার হয়েছেন বিরাটও। তিনি সোশ্যাল মিডিয়াতে ট্রফি হাতে ভারতীয় দলের ছবি পোস্ট করেছেন। সঙ্গে লিখেছেন, তোমরা আগামী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবে। ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলে তোমরা গোটা দেশকে গর্বিত করেছ। তোমাদের এই শুভেচ্ছা প্রাপ্য। এই মুহূর্তটা তোমাদের। পুরোপুরি উপভোগ করো। হরমন, তুমি এবং তোমার দল অসাধারণ খেলেছ। জয় হিন্দ।

বিশ্বকাপজয়ী (টি-২০) আরেক ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা তো রবিবার রাতে ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে বসেই হরমনপ্রীতদের বিশ্বজয়ের সাক্ষী থেকেছেন। ভারতীয় দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মুহূর্তে রীতিমতো আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন রোহিত। তাঁর চোখে ওই মুহূর্তে জল দেখা গিয়েছিল। রোহিতের সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী রীতিকাও। আরেক প্রাক্তন তারকা ভিভিএস লক্ষ্মণের পাশে বসে পুরো খেলা দেখেন রোহিত। এদিকে, হরমনপ্রীতদের অভিনন্দন জানিয়েছেন যুবরাজ সিং, বীরেন্দ্র শেহবাগ, হরভজন সিংয়ের মতো প্রাক্তন ক্রিকেট তারকারাও।